অনুসন্ধান

কিতাবুল মোকাদ্দস

একটি পূর্ণ অধ্যয়ন কিতাবুল মোকাদ্দস

অধ্যয়ন ইঞ্জিল শরীফ

পঞ্চদশ ও ষষ্ঠদশ খণ্ড : ১-২ তীমথিয়

BACIB VERSION

গবেষণা, গ্রন্থনা ও সম্পাদনাঃ সামসুল আলম পলাশ (এম. টিএইচ)

প্রকাশক:

বিবলিক্যাল এইডস্ ফর চার্চেস এণ্ড ইনষ্টিটিউশনস্ ইন বাংলাদেশ (BACIB) এবং ইন্টারন্যাশনাল বাইবেল চার্চ (IBC)

Exploratory Kitabul Moqaddas (অনুসন্ধান কিতাবুল মোকাদ্দস)

Bible Text: BACIB VERSION KM

Copyright © Biblical Aids for Churches & Institutions in Bangladesh (BACIB) & International Bible Church (IBC)

Study materials are taken from: Various sources of published Study Bibles, Bible Handbooks and Commentaries.

List of the Various Sources:

- The NIV Study Bible, published by the Zondervan Corporation, 1985
- GNB Study Bible, published by United Bible Societes, 2001
- New Unger's Bible Handbook, published by LD, ABWE, 2001
- Halley's Handbook, published by Zondervan, 1961
- New Bible Commentary, published by Universities and Colleges Christian Fellowship, 1994
- New Testament Commentary, published by PCB, 2007
- Bijoy Study Bible, published by AOG, Bangladesh, 2006
- Life Application Study Bible, published by Tyndale House Publishers, Inc. and Zondervan Publishing House, 1988
- Kitabul Moqaddas Dictionary, published by BACIB, 2010

Research, Study, Translation, Editing and Rewriting: Shamsul Alam Polash (M. Th)

Co-translator: Joash Nitol Baroi, Samuel Alam Ricky, Bitu Bakshi

Graphics and Maps: Ruth Salome

This *Exploratory Kitabul Moqaddas* has been developed and Printed under the partnership program with Light Foundation Bangladesh.

Published by:

Biblical Aids for Churches & Institutions in Bangladesh (BACIB) & International Bible Church (IBC)

Road # 4, House # 12, Sector # 7, Uttara, Dhaka 1229

Phone and Email to Contact: 01789822058; contact@ibc-bacib.com; bacib321@gmail.com

Visit: www.ibc-bacib.com

BACIB

International Bible CHURCH

পঞ্চদশ খণ্ড : ১ তীমথিয়

ভূমিকা

পত্রটির লেখক, লেখার তারিখ ও স্থান:
পত্রের শুরুতে পৌল নিজেকে লেখক হিসেবে ঘোষণা করেছেন। সম্ভবত প্রেরিত কিতাবের ২৮ অধ্যায়ে উল্লিখিত ঘটনার পর, অর্থাৎ ৬৩-৬৫ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে ম্যাসিডোনিয়া থেকে পৌল এই পত্রটি লেখেন।

চিঠিটির বিশেষত্ব:
ধর্মতাত্ত্বিক দিক থেকে এই পত্রটি ২ তীমথিয় ও তীতের কাছে লেখা পত্রটির মত। এই তিনটি পত্রকে সাধারণত "পালকীয় পত্র" বলা হয়ে থাকে, কারণ এগুলো ব্যক্তি-বিশেষের কাছে লেখা হয়েছে এবং এগুলোর মধ্যে মণ্ডলীর পালকীয় কাজের বিষয়ে পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। তিনটি চিঠিই প্রেরিত পৌলের লেখা বলে দাবী করা হয় (১ তীমথিয় ১:১; ২ তীমথিয় ১:১; তীত ১:১)। প্রাথমিক মণ্ডলীর প্রথম কয়েক শতাব্দীতে আরও কতগুলো পত্র ছিল যেগুলো পৌলের লেখা বলে দাবী করা হত, কিন্তু সেগুলো পৌলের লেখা ছিল না, যেমন– ৩ করিন্থীয়, লায়দিকীয়দের কাছে লেখা চিঠি এবং পৌল ও সেনেকার চিঠি।
উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দিক থেকে অনেকেই ভাবতেন যে, পালকীয় চিঠিগুলো পৌল ছাড়া অন্য কেউ লিখেছিলেন এবং ঐগুলো দ্বিতীয় শতাব্দীর প্রথম দিকে লেখা হয়েছিল। যারা মনে করেন যে, পৌল এই চিঠিগুলো লেখেন নি তারা শব্দ, ধরন ও ধর্মতাত্ত্বিক শিক্ষার বিষয়ে যেসব চিঠি পৌলের লেখা বলে সঠিকভাবে জানা গেছে সেগুলো থেকে এগুলো পৃথক বলে দাবি করে থাকেন। তাঁরা পৌলের জীবনের বিভিন্ন ঘটনার সময়ের সঙ্গেও এই চিঠিগুলোকে মিলিয়ে দেখাকে কঠিন বলে মনে করেন। তারা আরও বলেন যে পত্রগুলোর কোন কোন অংশ, বিশেষ করে ২ তীমথিয় এমন এক ধরনের লেখার পর্যায়ে পড়ে যাকে বলা হয় "বিদায় বক্তব্য"। এ ধরনের লেখা অজ্ঞাত কোন লোক অতীতের কোন সম্মানিত লোকের নামে লিখে থাকবেন। সেই সম্মানিত লোকের বিষয়ে বলা হয়েছে যে, তিনি তাঁর মৃত্যুর পরে যে দুঃসময় আসবে সেই বিষয়ে সতর্ক করে দেন। তবে অন্যান্য পণ্ডিতেরা যুক্তি দিয়ে বলেন যে, পৌলের অন্যান্য চিঠির সঙ্গে এই তিনটি পত্রের যে যে অমিল আছে তা এই পত্রগুলো যে আসলেই পৌল লিখেছেন তা অস্বীকার করার পক্ষে যথেষ্ট নয়।

যে প্রেক্ষাপটে পত্রখানি লেখা হয়েছে:
ঐ পত্রগুলোর ভিতরেই জানা যায় যে, পৌল যখন ১ তীমথিয় লেখেন তখন তিনি তীমথিয়কে ইফিষে রেখে এসেছিলেন এবং তিনি ম্যাসিডোনিয়ায় চলে আসেন (১:৩)। তিনি আবার শীঘ্র ফিরে যেতে চান (৩:১৪; ৪:১৩); যদিও তিনি বুঝতে পারেন যে, সেখানে ফিরে যেতে তাঁর দেরি হতে পারে (৩:১৫)। পৌল যখন ২ তীমথিয় লেখেন তখন তিনি ছিলেন জেলখানায় বন্দী (২ তীমথিয় ১:৮,১৬)।

পত্রখানি প্রাপক:
পত্রের সম্ভাষণ অনুসারে লূস্ত্রা, অর্থাৎ আধুনিক তুরস্কের তীমথি নামক এক ব্যক্তি এই পত্রের প্রাপক। তীমথির পিতা ছিলেন গ্রীক এবং মা ছিলেন ইহুদী থেকে আসা ঈসায়ী (প্রেরিত ১৬:১)। শৈশব থেকে তিনি ইহুদী শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে ওঠেন। সম্ভবত পৌল তাঁর প্রথম তবলিগ যাত্রার সময় তীমথিকে ঈসায়ী ধর্মে দীক্ষা দিয়েছিলেন। দ্বিতীয় তবলিগ যাত্রার সময়ে পৌল তীমথিকে তাঁর সহযোগী হতে আমন্ত্রণ জানান এবং তাঁর খৎনা করান, যাতে তাঁর গ্রীক পৈতৃক পরিচয় ইহুদীদের সঙ্গে কাজ করতে কোন ধরনের বাঁধা হয়ে না দাঁড়ায় (প্রেরিত ১৬:৩)। ইফিষ থেকে শুরু করে ম্যাসিডোনিয়া ও এশিয়া মাইনর পর্যন্ত পৌলের দীর্ঘ তবলিগ যাত্রা ও প্রৈরিতিক পরিচর্যায় তিনি তাঁর সাথে ছিলেন (প্রেরিত ১৯:২২-২০:৬)। প্রেরিত পৌলের প্রথম কারাবরণের সময়েও তীমথি তাঁর সাথে ছিলেন (ফিলি ১:১; কল ১:১; ফিলীমন ১)।

উদ্দেশ্য:
এই পত্রটি লেখার পৌলের প্রধান উদ্দেশ্য হচ্ছে ঈসায়ী মণ্ডলীতে নেতৃত্ব, বিশেষ করে যুব নেতা তীমথিকে বিশেষ উপদেশ ও পরামর্শ দেওয়া। তীমথির কাছে লেখা প্রথম বিষয়টি হচ্ছে সব মানুষের মুক্তির বিষয়ে জোর দেওয়া (২:৬)।
এই বিষয়ে পৌল তিনটি বিশেষ উৎকণ্ঠার বিষয় প্রকাশ করেছেন; পৌলের প্রথম উৎকণ্ঠা হচ্ছে মণ্ডলীর ভিতরে ভ্রান্ত শিক্ষা, বিশেষ করে ইফিষীয় মণ্ডলীতে (১:৩)। ঐ শিক্ষা ছিল সম্ভবত ইহুদী ও অ-ইহুদী কিছু শিক্ষার মিশ্রণ। ঐ শিক্ষা বস্তুজগতের কিছু কিছু দিককে মন্দ বলে শিক্ষা দিত এবং লোকদের কোন কোন খাবার খেতে ও

বিবাহ করতে নিষেধ করত। তা আবার ইহুদীদের পৌরাণিক কাহিনীর উপরে নির্ভর করে কিছু কিছু মতবাদ তৈরি করত। ঐসব চিন্তা বা শিক্ষার বিরুদ্ধে পৌল মণ্ডলীর কাছে মসীহী আদর্শ শিক্ষাকে তুলে ধরেছেন। কোন বিরুদ্ধবাদীকে আক্রমণ করার জন্য প্রথম শতাব্দীতে যে ধরনের ভাষা ব্যবহার করা হত সেরকম ভাষাই এই পত্রে দেখা যায়। দ্বিতীয়ত, এ পত্রটিতে মণ্ডলীর পরিচালনা ও উপাসনার বিষয়ে শিক্ষা দেওয়া হয়েছে ও সেই সাথে মণ্ডলীর নেতা ও কর্মীদের যে গুণাবলী থাকা দরকার সেই সব বিষয়ে পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। সবশেষে, কিভাবে ঈসা মসীহের উত্তম সেবক হওয়া যাবে সে বিষয়ে তীমথিকে উপদেশ দেওয়া হয়েছে। বিভিন্ন শ্রেণী বা অবস্থানের ঈমানদারদের প্রতি তাঁর দায়িত্ব-কর্তব্যের বিষয়েও তাঁকে শিক্ষা দেওয়া হয়েছে। তীমথি যুবক ছিলেন বলে তিনি হয়তো ভীরু হয়ে থাকবেন (২ তীমথিয় ১:৭) এবং বয়স্করা হয়তো তাঁকে তাঁর তরুণ বয়সের কারণে উপেক্ষা করে থাকবেন (১ তীমথিয় ৪:১২)।

প্রধান আয়াত: "তুমি যুবক বলে যেন কেউ তোমাকে তুচ্ছ না করে; কিন্তু কথাবার্তায়, আচার ব্যবহারে, মহব্বতে ও শুদ্ধতায় ঈমানদারদের আদর্শ হও" (৪;১২)।

প্রধান চরিত্রসমূহ: পৌল, তীমথি

প্রধান স্থান: ইফিষীয়

রূপরেখা:

(ক) শুভেচ্ছা (১:১-২)
(খ) ভণ্ড শিক্ষকদের সম্বন্ধে সতর্কবাণী (১:৩-১১)
  ১. ভ্রান্ত শিক্ষার প্রকৃতি (১:৩-৭)
  ২. শরীয়তের উদ্দেশ্য (১:৮-১১)
(গ) হযরত পৌলের প্রতি ঈসা মসীহের মহব্বত (১:১২-১৭)
(ঘ) তীমথির প্রতি পৌলের নির্দেশনা (১:১৮-২০)
(ঙ) মণ্ডলীর প্রশাসন সম্পর্কিত নির্দেশনা (অধ্যায় ২-৩)
  ১. এবাদত করবার বিষয়ে শিক্ষা (অধ্যায় ২)
  ২. নেতৃত্ব পদের যোগ্যতা (৩:১-১৩)
  ৩. ঈসায়ী মণ্ডলী জীবন্ত আল্লাহ্‌র এবাদতখানা (৩:১৪-১৬)
(চ) ভ্রান্ত শিক্ষা নিয়ে আলোচনা (অধ্যায় ৪)
  ১. হযরত তীমথিয়ের প্রতি উপদেশ (৪:১-৫)
  ২. ঈসা মসীহের যোগ্য পরিচর্যাকারী (৪:৬-১৬)
(ছ) মণ্ডলীর বিভিন্ন বিশেষ দলের প্রতি নির্দেশনা (৫:১-৬:২)
  ১. বয়োজ্যেষ্ঠ ও কনিষ্ঠ (৫:১-২)
  ২. মণ্ডলীর বিধবাদের বিষয় (৫:৩-১৬)
  ৩ নানা রকম উপদেশ ৫:১৭-২৫)
  ৪ কৃতদাস (৬:১-২)
(ঝ) বিবিধ বিষয় (৬:৩-১৯)
  ১. মিথ্যা শিক্ষা ও নিরাময় কালাম (৬:৩-১০)
  ২. ঈমানের যুদ্ধ (৬:১১-১৬)
  ৩. ধনীদের বিষয় (৬:১৭-১৯)
(ঞ) শেষ অনুরোধ (৬:২০-২১)

তীমথি

আল্লাহ্‌ মাবুদের প্রতি ভক্তিপূর্ণ এবং শ্রদ্ধাশীল একজন যুবক। তিনি প্রেরিত পৌলের তবলিগ-যাত্রার অন্যতম প্রধান সফরসঙ্গী ছিলেন। তাঁর মা উনীকী এবং নানী লোয়ী অত্যন্ত আল্লাহ্‌ভক্ত নারী ছিলেন, ২ তীম ১:৫। তাঁর পিতা জাতিতে একজন গ্রীক ছিলেন, প্রেরিত ১৬:১। সম্ভবত তীমথি লুস্ত্রায় বসবাস করতেন এবং পৌলের প্রথম লুস্ত্রা যাত্রার সময় তিনি ঈসায়ী ঈমানদার হন, ১ তীম ১:২। "ঈমানে তাঁর প্রিয় সন্তান" তীমথি সম্পর্কে পৌল খুবই উচ্চ ধারণা ব্যক্ত করেছেন। সুসমাচার তবলিগকারী হওয়ার জন্য তাঁকে মনোনীত করা হয়েছিল এবং নবী হিসেবে কথা বলার বিশেষ দান তাঁকে দেওয়া হয়েছিল, ১ তীম ৪:১৪। তিনি পৌলের সঙ্গে তাঁর তবলিগ-যাত্রায় ফরুগিয়া, গালাতিয়া, মুশিয়া, ত্রোয়া, ফিলিপী, বিরয়া এথেন্স শহরে গিয়েছিলেন, প্রেরিত ১৭:১৪। এছাড়া তিনি সীলের সাথে থিষলনীকীতে যান, প্রেরিত ১৭:১৫। এরপর কয়েক বছর পৌলের সঙ্গে করিন্থ শহরে অবস্থান করার পর তাঁকে ইফিষ ও ম্যাসিডোনিয়াতে পাঠানো হয়। প্রেরিত পৌল যখন রোমে কারাবন্দী ছিলেন, তখন তীমথি সেখানে যান, ফিলি ১:১; ইব ১৩:২৩। দ্বিতীয়বারের মত বন্দী হওয়ার পরও তীমথি পৌলের কাছে যান, ২ তীম ৪:১৩। ধারণামতে, প্রেরিত পৌলের মৃত্যুর পর তিনি তাঁর কর্মস্থল হিসেবে ইফিষে বসবাস করতে থাকেন। সেখানে তিনি মৃত্যুবরণ করেন এবং সেখানেই তাঁকে দাফন করা হয়।

সক্ষমতা ও অর্জনসমূহ:

- পৌলের ১ম তবলিগ-যাত্রার সময় ঈমানদার হয়েছিলেন এবং তাঁর পরবর্তী দুটি তবলিগ-যাত্রায় সফরসঙ্গী হিসেবে পৌলের সাথে ছিলেন।
- তাঁর নিজ নগরে একজন ধার্মিক ঈসায়ী হিসেবে সুপরিচিত ও সম্মানের পাত্র ছিলেন।
- বিভিন্ন স্থানে প্রেরিত পৌলের প্রতিনিধি হিসেবে তাঁকে পাঠানো হয়েছিল।
- পৌলের কাছ থেকে দুটি ব্যক্তিগত পত্র পেয়েছিলেন।
- পৌলের অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ সাহচার্যে ছিলেন এবং পৌল তাঁকে নিজের ছেলের মত দেখতেন।

দুর্বলতা ও যে সমস্ত ভুল করেছেন:

- স্বভাবগতভাবে কিছুটা ভীতু ও আত্মকেন্দ্রিক ছিলেন।
- তাঁর যুবক বয়স নিয়ে অন্যদের কটূক্তি নীরবে সহ্য করেছেন।
- পৌল তাঁকে করিন্থ মণ্ডলীতে পাঠানোর পর সেখানকার সমস্যাগুলো পুরোপুরিভাবে সমাধান করতে ব্যর্থ হয়েছিলেন।

তাঁর জীবন থেকে যে সব শিক্ষা পাওয়া যায়:

- বয়সে ছোট হওয়াটা কোন অকার্যকারিতার অজুহাত হতে পারে না।
- আমাদের দুর্বলতা ও অক্ষমতাগুলোর কারণে আল্লাহ্‌র কাছ থেকে দূরে সরে থাকা উচিত নয়।

গুরুত্বপূর্ণ তথ্য:

- **কোথায়:** লুস্ত্রা
- **পেশা:** সুসমাচার তবলিগকারী, ইমাম
- **আত্মীয়-স্বজন:** মা: উনীকী, নানী: লোয়ী।
- **সমসাময়িক যারা ছিলেন:** পৌল, সীল, লূক, মার্ক, পিতর, বার্নাবাস।

মূল আয়াত: "আমার কাছে এমন আর কেউ নেই যে, তীমথিয়ের মত করে প্রকৃতভাবে তোমাদের বিষয় চিন্তা করে। কেননা অন্য সকলে ঈসা মসীহের বিষয় নয় কিন্তু নিজ নিজ বিষয় চেষ্টা করে। কিন্তু তোমরা তীমথির পক্ষে এই প্রমাণ পেয়েছ যে, পিতার সঙ্গে সন্তান যেমন, আমার সঙ্গে ইনি তেমনি ইঞ্জিলের জন্য গোলামীর কাজ করেছেন।" (ফিলি ২:২০-২২)

শুভেচ্ছা

১ ১ পৌল, আমাদের নাজাতদাতা আল্লাহ্‌র এবং
আমাদের প্রত্যাশা-ভূমি মসীহ্‌ ঈসার হুকুম
অনুসারে, মসীহ্‌ ঈসার প্রেরিত– ২ ঈমান সম্বন্ধে
আমার প্রকৃত সন্তান তীমথির সমীপে। পিতা
আল্লাহ্‌ ও আমাদের প্রভু মসীহ্‌ ঈসার কাছ থেকে
রহমত, করুণা ও শান্তি বর্ষিত হোক।

ভণ্ড শিক্ষকদের সম্বন্ধে সতর্কবাণী

৩ ম্যাসিডোনিয়ায় যাবার সময়ে যেমন আমি
তোমাকে অনুরোধ করেছিলাম যে, তুমি ইফিষে
থেকে কতগুলো লোককে এই হুকুম দাও, যেন
তারা অন্য রকম শিক্ষা না দেয়, ৪ এবং গল্পকথা
ও সীমাহীন বংশ-তালিকায় মনোযোগ না দেয়,
কেননা সেগুলো তর্ক-বিতর্ক উপস্থিত করে কিন্তু
আল্লাহ্‌র কর্মপরিকল্পনা উপস্থিত করে না, যা
ঈমানের মধ্য দিয়ে জানা যায়। ৫ কিন্তু সেই
হুকুমের শেষ লক্ষ্য হল মহব্বত, যা পবিত্র অন্তর,
সৎবিবেক ও সত্যিকারের ঈমান থেকে উৎপন্ন
হয়; ৬ কতগুলো লোক এই সকল পথ থেকে ভ্রষ্ট
হয়ে অর্থহীন কথাবার্তার দিকে ঝুঁকে পড়েছে।
৭ তারা শরীয়তের শিক্ষক হতে চায়, অথচ যা
বলে ও যার বিষয়ে দৃঢ়তার সঙ্গে কথা বলে তা
বুঝে না। ৮ কিন্তু আমরা জানি শরীয়ত উত্তম,
অবশ্য কেউ যদি সেটি সঠিকভাবে ব্যবহার করে।
৯ আমরা এটা বুঝি যে, শরীয়ত সৎ লোকের জন্য
দেওয়া হয় নি, কিন্তু যারা আইন অমান্যকারী ও
অবাধ্য, আল্লাহ্‌বিহীন ও গুনাহ্‌গার, অপবিত্র ও
ভক্তিহীন, পিতৃহন্তা ও মাতৃহন্তা, নরহন্তা,
১০ জেনাকারী, পুঙ্গামী, গোলাম ব্যবসায়ী,
মিথ্যাবাদী, মিথ্যা শপথকারী, তাদের জন্য
শরীয়ত দেওয়া হয়েছ; আর যা কিছু নিরাময়
শিক্ষার বিপরীত, তার জন্যও শরীয়ত দেওয়া
হয়েছে। ১১ সেই শিক্ষা পরম ধন্য আল্লাহ্‌র সেই
গৌরবের ইঞ্জিল অনুসারে, যা আমার হাতে ন্যস্ত
করা হয়েছে।

হযরত পৌলের প্রতি ঈসা মসীহের মহব্বত

১২ আমাদের প্রভু মসীহ্‌ ঈসার শুকরিয়া করি,
যিনি আমাকে শক্তি দিয়েছেন, কেননা তিনি
আমাকে বিশ্বস্ত জ্ঞান করে তাঁর সেবাকর্মে নিযুক্ত
করেছেন, ১৩ যদিও আগে আমি ধর্মনিন্দুক,
নির্যাতনকারী, অপমানকারী ছিলাম, কেননা না
বুঝে অবিশ্বাসের বশে আমি সেসব কাজ কর-
তাম; ১৪ কিন্তু আমি এখন করুণা পেয়েছি, আর
আমাদের প্রভুর রহমত লাভ করেছি এবং এর
সঙ্গে মসীহ্‌ ঈসাতে ঈমান ও মহব্বত অতি
প্রচুররূপে উপ্‌চে পড়েছে। ১৫ এই কথা
বিশ্বাসযোগ্য ও সর্বতোভাবে গ্রহণযোগ্য যে,
মসীহ্‌ ঈসা গুনাহ্‌গারদের নাজাত করার জন্য
দুনিয়াতে এসেছেন; তাদের মধ্যে আমি অগ্রগণ্য;
১৬ কিন্তু এজন্য করুণা পেয়েছি, যেন অগ্রগণ্য যে
আমি, আমার মধ্য দিয়েই ঈসা মসীহ্‌ তাঁর
সীমাহীন ধৈর্য দেখাতে পারেন, যাতে যারা অনন্ত
জীবনের জন্য তাঁর উপর ঈমান আনবে আমি
তাদের আদর্শ হতে পারি। ১৭ যিনি সর্বযুগের
বাদশাহ্‌, অক্ষয়, অদৃশ্য, একমাত্র আল্লাহ্‌,
যুগপর্যায়ের যুগে যুগে তাঁরই সমাদর ও মহিমা
হোক। আমিন।
১৮ আমার সন্তান তীমথি, তোমার বিষয়ে
অতীতের সকল ভবিষ্যদ্বাণী অনুসারে আমি
তোমাকে এই হুকুম দিলাম, যেন তুমি সেই
সকল অনুসরণ করার মধ্য দিয়ে উত্তমভাবে যুদ্ধ
করতে পার, ১৯ আর ঈমান ও সৎ বিবেক রক্ষা
কর। কিছু লোক সৎ বিবেক বর্জন করার ফলে
তাদের ঈমানরূপ নৌকা ডুবে গেছে। ২০ সেই
লোকদের মধ্যে হুমিনায় ও আলেকজাণ্ডার
রয়েছে; আমি তাদেরকে শয়তানের হাতে তুলে
দিলাম, যেন তারা শাসিত হয়ে কুফরী ত্যাগ
করতে শিক্ষা পায়।

[১:১] লূক ১:৪৭; কল ১:২৭।
[১:২] ১থিষ ২:১১; তীত ১:৪; রোমীয় ১:৭।
[১:৩] গালা ১:৬,৭।
[১:৪] ২তীম ৪:৪; ২:১৪; তীত ১:১৪; ৩:৯।
[১:৫] ২তীম ২:২২; ১:৫; ১তীম ৪:২; গালা ৫:৬।
[১:৭] ইফি ৪:১১; আইয়ুব ৩৮:২ ।
[১:৮] রোমীয় ৭:১২।
[১:৯] গালা ৫:২৩; ৩:১৯।
[১:১০] ২তীম ১:১৩; ৪:৩; তীত ১:৯; ২:১।
[১:১১] গালা ২:৭; তীত ১:৩।
[১:১২] ফিলি ৪:১৩; প্রেরিত ৯:১৫।
[১:১৩] প্রেরিত ৮:৩; ২৬:৯।
[১:১৪] ১থিষ ১:৩ ।
[১:১৫] ২তীম ২:১১; তীত ৩:৮।
[১:১৬] মথি ২৫:২৬।
[১:১৭] প্রকা ১৫:৩; ১তীম ৬:১৬।
[১:১৮] ২তীম ২:৩ ।
[১:১৯] ২তীম ২:১৮।
[১:২০] ২তীম ২:১৭;

১:৩ অন্য রকম শিক্ষা। মণ্ডলীতে বিভিন্ন ভ্রান্ত শিক্ষকেরা প্রবেশ করে মসীহের প্রকৃত শিক্ষাগুলোকে বিকৃত করে ভুল শিক্ষা দান করে ঈমানদারদের মধ্যে বিশৃঙ্খলা তৈরি করা চেষ্টা করছিল। পৌল এখানে তাদের এই সকল মিথ্যা শিক্ষার কথাই বলছেন।

১:৪ গল্পকথা ও সীমাহীন বংশ-তালিকা। সম্ভবত পুরাতন নিয়মের ইতিহাস এবং বংশ-তালিকার উপর ভিত্তি করে অনেকে বিভিন্ন কল্পকাহিনী সৃষ্টি করে মানুষের মধ্যে ছড়িয়ে দিয়েছিল, যার ফলে পাক-কিতাবের মূল শিক্ষা ব্যহত হচ্ছিল।

১:৫ সেই হুকুমের শেষ লক্ষ্য। আল্লাহ্‌র কালামের শিক্ষাগুলোর মূল লক্ষ্য কিতাবুল মোকাদ্দস থেকে জ্ঞান আহরণ নয়, বরং মানুষের অভ্যন্তরীণ পরিবর্তন সাধন, যা মানুষকে মহব্বতে পূর্ণ করে এবং এর মধ্য দিয়ে পবিত্র হৃদয়, সৎ বিবেক ও খাঁটি ঈমান সৃষ্টি করে।

১:১৩ ধর্মনিন্দুক ... ছিলাম। মন পরিবর্তনের আগে পৌল একজন উগ্রবাদী ও মসীহ্‌তে ঈমানদারদের বিরুদ্ধে নির্যাতনকারী ও তাড়নাকারী ছিলেন। আল্লাহ্‌র লোকদের বিরুদ্ধে তিনি যে ভয়ঙ্কর অন্যায় কাজগুলো করেছিলেন সেগুলো তাঁকে গুনাহ্‌গারদের মধ্যে অগ্রগণ্য করার জন্য যথেষ্ট ছিল। তারপরও আল্লাহ্‌ তাঁকে মহান অনুগ্রহ দান করে তাঁর মন পরিবর্তিত করেছিলেন এবং তিনি ঈমানদার ও প্রেরিতদের মধ্যে অগ্রগণ্য হয়েছিলেন।

১:১৮ অতীতের সকল ভবিষ্যদ্বাণী অনুসারে। আমরা ধরে নিতে পারি যে, মণ্ডলীতে তীমথির পরিচর্যা কাজের ব্যাপারে আগেই ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছিল, হয়তো প্রায় ১২ বছর আগে পৌলের দ্বিতীয় তবলিগ যাত্রার সময় (প্রেরিত ১৬:৩)। সে কথা মনে করে পৌল তীমথিকে তাঁর দায়িত্বে সচেতন এবং একাগ্রচিত্ত হতে পরামর্শ দিয়েছেন।

১:২০ শয়তানের হাতে তুলে দিলাম। মূলত এখানে মণ্ডলী থেকে বহিষ্কার করার কথা বোঝানো হচ্ছে। নাজাত ও মসীহের সাথে সংযুক্তি আমাদেরকে শয়তানের শক্তি থেকে রক্ষা করে। ঠিক সেভাবেই মণ্ডলী থেকে বহিষ্কৃত হওয়ার অর্থ হচ্ছে মানুষকে শয়তানের ধ্বংসাত্মক প্রলোভন ও আক্রমণের সামনে ফেলা।

এবাদত করবার বিষয়ে শিক্ষা

২ ১ আমার সর্বপ্রথম নিবেদন এই, যেন সকল
মানুষের জন্য ফরিয়াদ, মুনাজাত, অনুরোধ,
শুকরিয়া করা হয়; ২ বিশেষত বাদশাহ্‌দের ও
উচ্চপদস্থ সকলের জন্য; যেন আমরা সম্পূর্ণ
ভক্তিতে ও সততায় স্থির ও শান্তিপূর্ণ জীবন যাপন
করতে পারি। ৩ আমাদের নাজাতদাতা আল্লাহ্‌র
সম্মুখে তা উত্তম ও গ্রহণযোগ্য; ৪ তাঁর ইচ্ছা এই,
যেন সমস্ত মানুষ নাজাত পায় ও সত্যের তত্ত্বজ্ঞান
পর্যন্ত পৌঁছিতে পারে। ৫ কারণ আল্লাহ্‌ মাত্র এক
জনই আছেন আর আল্লাহ্‌র ও মানবজাতির মধ্যে
মধ্যস্থও মাত্র এক জন আছেন– তিনি মানুষ
মসীহ্‌ ঈসা, ৬ যিনি সকলের জন্য মুক্তির মূল্য
হিসেবে নিজেকে দান করেছেন; এই সাক্ষ্য তিনি
নির্ধারিত সময়েই দান করেছেন। ৭ আর এই
উদ্দেশ্যে আমি এক জন তবলিগকারী ও প্রেরিত
নিযুক্ত হয়েছি– আমি সত্যি বলছি, মিথ্যা বলছি
না– ঈমানে ও সত্যে আমি অ-ইহুদীদের শিক্ষক।
৮ অতএব আমার ইচ্ছা সমস্ত স্থানে পুরুষেরা
কোন রকম ক্রোধ ও বির্তক ছাড়াই পবিত্র হাত
তুলে মুনাজাত করুক। ৯ সেইভাবে স্ত্রীলোকেরাও
ভদ্র ও মার্জিতভাবে পরিপাটি বেশে নিজেদেরকে
ভূষিত করুক; নানা রকমে চুলের বেনী বেঁধে,
সোনা, বা মুক্তা, বা বহুমূল্য পরিচ্ছদ দ্বারা নয়,
১০ কিন্তু– যারা আল্লাহ্‌ ভক্তির দাবী রাখে এমন
স্ত্রীলোকদের যোগ্য– সৎকাজে ভূষিত হোক।

৪:১৪; ১করি ৫:৫।
[২:১] ইফি ৬:১৮।
[২:২] উযা ৬:১০।
[২:৩] লূক ১:৪৭।
[২:৪] ইহি ৩৩:১১; ১৮:২৩,৩২।
[২:৫] দ্বিঃবিঃ ৬:৪।
[২:৬] মথি ২০:২৮; ১করি ১:৬।
[২:৭] জবুর ২৪:৪; ৬৩:৪; ১৩৪:২; লূক ২৪:৫০।
[২:৯] ১পিতর ৩:৩।
[২:১০] মেসাল ৩১:১৩।
[২:১১] ১পিতর ৩:৩,৪।
[২:১২] ইফি ৫:২২।
[২:১৩] ১করি ১১:৮; পয়দা ২:৭,২২।
[২:১৪] পয়দা ৩:১-৬,১৩; ২করি ১১:৩।
[২:১৫] ১তীম ১:১৪।
[৩:১] ফিলি ১:১; তীত ১:৭।
[৩:২] তীত ১:৬-৮; ২:২; রোমীয় ১২:১৩।
[৩:৩] তীত ১:৭; ইব ১৩:৫; ১পিতর ৫:২।
[৩:৪] তীত ১:৬।
[৩:৫] ১করি ১০:৩২।
[৩:৬] ১তীম ৬:৪; ২তীম ৩:৪; ২পিতর

১১ সম্পূর্ণ বাধ্য থেকে মৌনভাবে স্ত্রীলোকেরা
শিক্ষা গ্রহণ করুক। ১২ আমি উপদেশ দেবার
কিংবা পুরুষের উপরে কর্তৃত্ব করার অনুমতি
স্ত্রীলোককে দেই না, কিন্তু মৌনভাবে থাকতে
বলি। ১৩ কারণ প্রথমে আদমকে, পরে হাওয়াকে
নির্মাণ করা হয়েছিল। ১৪ আর আদম যে ছলনায়
ভুলেছিলেন তা নয়, কিন্তু স্ত্রীলোক ছলনায় ভুলে
আল্লাহ্‌র হুকুম অমান্য করেছিলেন। ১৫ তবুও
যদি আত্মসংযমের সঙ্গে ঈমান, মহব্বত ও
পবিত্রতায় স্থির থাকে তবে স্ত্রীলোক সন্তান
প্রসবের মধ্য দিয়ে উদ্ধার পাবে।

নেতৃত্ব পদের যোগ্যতা

৩ ১ এই কথা বিশ্বাসযোগ্য যে, যদি কেউ
নেতৃত্ব পদের আকাঙ্ক্ষী হন তবে তিনি
উত্তম কাজ করতে ইচ্ছা করেন। ২ অতএব এটা
আবশ্যক যে, বিশপ অনিন্দনীয়, এক স্ত্রীর স্বামী,
মিতাচারী, আত্ম-সংযমী, সম্মানের যোগ্য,
মেহমান সেবক এবং শিক্ষাদানে নিপুণ হবেন;
৩ তিনি যেন মদ্যপানে আসক্ত কিংবা প্রহারক না
হন, কিন্তু শান্তভাব, নির্বিরোধ ও অর্থলোভ-শূন্য
হন, ৪ আর নিজের ঘরের শাসন উত্তমরূপে
করেন এবং সম্পূর্ণ শিষ্টতার সঙ্গে সন্তানদেরকে
বশে রাখেন। ৫ কিন্তু যদি কেউ ঘর শাসন
করতে না জানে, সে কেমন করে আল্লাহ্‌র
মণ্ডলীর তত্ত্বাবধান করবে? ৬ তিনি যেন নতুন
ঈমানদার না হন, পাছে গর্বে স্ফীত হয়ে

তবে এ ধরনের কঠোর পদক্ষেপের উদ্দেশ্য শাস্তিমূলক নয়, বরং সংশোধনমূলক।

২:৪ যেন সমস্ত মানুষ নাজাত পায়। আল্লাহ্‌ পৃথিবীর প্রতিটি মানুষের নাজাত সাধন করতে চান। কিন্তু যারা সুসমাচারের প্রতি ঈমান স্থাপন করে তা গ্রহণ করবে এবং খাঁটি ঈসায়ী জীবন যাপন করবে, তারাই আসলে নাজাত লাভের যোগ্য।

২:৫ আল্লাহ্‌ মাত্র এক জনই। যেহেতু আল্লাহ্‌ মাত্র একজন, সে কারণে তিনি সকল মানুষের প্রতি সমান মনোভাব ও দয়া পোষণ করেন।

মধ্যস্থও মাত্র এক জন। আল্লাহ্‌র কাছে গৃহীত হতে হলে এবং তাঁর কাছে আসতে হলে আমাদেরকে ঈসা মসীহের মধ্য দিয়েই আসতে হবে, তাঁর কাফ্‌ফারামূলক মৃত্যুর উপরে নির্ভর করে আমাদের সকল গুনাহ্‌ মাফের জন্য ঈমান আনতে হবে।

২:৮ পবিত্র হাত তুলে মুনাজাত করুক। হাত তোলার অর্থ হচ্ছে সমবেত মুনাজাতের প্রতি সমর্থন জ্ঞাপন। মুনাজাতে অংশ নিতে হলে ও গ্রাহ্যনীয় হতে হলে অবশ্যই প্রত্যেককে পবিত্র জীবন যাপনে অভ্যস্ত হতে হবে এবং ধার্মিকতায় পূর্ণ হতে হবে।

২:৯ ভদ্র ও মার্জিতভাবে ... ভূষিত করুক। আল্লাহ্‌ চান যেন ঈসায়ী নারীরা সংযতভাবে ও শালীনতা বজায় রেখে পোশাক পরেন, যেন কোনভাবে তাদের দেখে কোন লোকের মন্দ অভিলাষ সৃষ্টি না হয়। অপরদিকে স্বর্ণালঙ্কার পরা বা বিশেষভাবে চুলের সাজসজ্জা করাকে নিষিদ্ধ করা হয় নি; কিন্তু সকল প্রকার বিলাসিতা, অহঙ্কার ও লোক দেখানোর মনোভাব থেকে দূরে থাকতে বলা হয়েছে।

২:১২ উপদেশ দেবার ... স্ত্রীলোককে দেই না। অনেকের মতে পৌল নারীদের উপদেশ দেওয়া নিষিদ্ধ করেন এ কারণে যে, তা যথাযথভাবে দেওয়া হত না, কারণ এই স্ত্রীলোকরা পুরুষের উপর কর্তৃত্বকারী হওয়ার উদ্দেশ্যে উপদেশ দিত, মণ্ডলীর উন্নতি সাধনের জন্য নয়। অন্যান্যরা মনে করেন যে, পুরুষের উপর কর্তৃত্ব না করার ব্যাপারে আল্লাহ্‌র আদেশ পালনের জন্যই তিনি এই অনুমতি দেন না।

২:১৫ সন্তান প্রসবের মধ্য দিয়ে উদ্ধার পাবে। পৌলের মতে স্ত্রীলোকেরা আল্লাহ্‌র প্রতি ঈমান আনা ও তাদের প্রতি তিনি যে সমস্ত দায়িত্ব অর্পণ করেছেন সেগুলো পালন করার মধ্য দিয়ে নাজাত পাবে। নারীদের সবচেয়ে প্রধান দায়িত্ব হচ্ছে তার ঘরে একজন ধার্মিক স্ত্রী এবং মায়ের দায়িত্ব পালন করা। একজন ঈসায়ী মা যখন সন্তানের জন্ম দেয়, তাদেরকে ভালবাসে ও প্রভুর উদ্দেশে গৌরব করার জন্য তাদেরকে বড় করে তোলে এবং সেই সাথে নাজাতদাতার প্রতি বিশ্বস্ত থাকে, তখন তার জীবন পূর্ণ হয় নাজাতের সর্বোত্তম আনন্দে।

৩:২ অনিন্দনীয়। যিনি বিশপ হতে চান, তাকে অবশ্যই অনিন্দনীয় হতে হবে, যার অর্থ হচ্ছে। বিবাহিত ও পারিবারিক জীবন এবং সামাজিক ও পেশাগত সমস্ত বিষয়ে তাকে সম্পূর্ণ স্বচ্ছ হতে হবে, যেন তিনি কোন ধরনের নিন্দা বা দোষারোপের শিকার না হন, তার জীবনে যেন কোন ধরনের অনৈতিকতা, চরিত্রহীনতা, কিংবা অন্যায় আচরণ খুঁজে পাওয়া না যায়।

৩:৪ নিজের ঘরের শাসন। নেতৃত্বের জন্য অন্যতম একটি যোগ্যতা হল নিজ বিবাহিত জীবনে বিশ্বস্ত থাকা এবং পরিবারকে সঠিক অনুশাসনে চালিত করা; অর্থাৎ তাকে স্ত্রীর

ইবলিসকে দেওয়া শাস্তির যোগ্য হবেন। ৭ আর
বাইরের লোকদের কাছেও তাঁর সুনাম থাকা
আবশ্যক, পাছে নিন্দার পাত্র হন ও ইবলিসের
ফাঁদে না পড়েন।

মণ্ডলীর পরিচারকের যোগ্যতা

৮ তেমনি পরিচারকদেরও বেলায়ও এটি
আবশ্যক, যেন তাঁরা সম্মানের যোগ্য হন, এক
কথার মানুষ হন, বহু মদ্যপানে আসক্ত না হন,
কুৎসিত লাভের আকাঙ্ক্ষী না হন, ৯ এবং পবিত্র
বিবেকে ঈমানের নিগূঢ়তত্ত্ব ধারণ করেন। ১০ আর
প্রথমে তাঁদেরও পরীক্ষা করে দেখা হোক, যদি
তাঁরা অনিন্দনীয় প্রমাণিত হন তবে তাঁদের
পরিচারক পদে ন্যস্ত করা হোক। ১১ তেমনি
স্ত্রীলোকেরাও যেন সম্মানের যোগ্য হন, অন্যের
অপবাদ না করেন এবং মিতাচারণী ও সমস্ত
বিষয়ে বিশ্বস্ত হন। ১২ পরিচারকেরা এক এক জন
এক এক স্ত্রীর স্বামী হবেন এবং সন্তান সন্ততি ও
নিজ নিজ ঘর উত্তমরূপে শাসন করবেন।
১৩ কেননা যাঁরা উত্তমরূপে পরিচারকের কাজ
করেন তাঁরা নিজেদের জন্য সম্মানের উঁচু আসন
লাভ করেন এবং মসীহ্ ঈসা সম্বন্ধীয় ঈমানে
অতিশয় সাহস লাভ করেন।

ঈসায়ী মণ্ডলী জীবন্ত আল্লাহ্‌র এবাদতখানা

১৪ আমি শীঘ্রই তোমার কাছে উপস্থিত হব,
এমন আশা করে তোমাকে এসব লিখলাম;
১৫ কিন্তু যদি আমার বিলম্ব হয় তবে যেন তুমি
জানতে পার যে, আল্লাহ্‌র গৃহের মধ্যে কেমন
আচার ব্যবহার করতে হয়; সেই গৃহ তো জীবন্ত
আল্লাহ্‌র মণ্ডলী, সত্যের স্তম্ভ ও দৃঢ় ভিত্তি।
১৬ আর এতে কোন সন্দেহ নেই যে, ভক্তির
নিগূঢ়তত্ত্ব মহৎ,

যিনি রক্ত-মাংসে প্রকাশিত হলেন,
রূহে ধার্মিক প্রতিপন্ন হলেন,
ফেরেশতারা তাঁকে দেখেছিলেন,
জাতিদের মধ্যে তবলিগকৃত হলেন,
ঈমানের মধ্য দিয়ে দুনিয়াতে গৃহীত হলেন,
মহিমার সঙ্গে ঊর্ধ্বে নীত হলেন।

২:৪।
[৩:৭] মার্ক ৪:১১; ২তীম ২:২৬।
[৩:৮] ফিলি ১:১; তীত ১:৭; ২:৩ ।
[৩:৯] প্রেরিত ২৩:১।
[৩:১০] ১তীম ৫:২২।
[৩:১১] ২তীম ৩:৩; তীত ২:৩।
[৩:১৫] মথি ১৬:১৬ ।
[৩:১৬] রোমীয় ১৬:২৫; জবুর ৯:১১; কল ১:২৩; মার্ক ১৬:১৯ ।
[৪:১] ২পিতর ৩:৩; মার্ক ১৩:৫ ।
[৪:২] ইফি ৪:১৯ ।
[৪:৩] ইব ১৩:৪; কল ২:১৬; পয়দা ১:২৯; ৯:৩; রোমীয় ১৪:৬; ১করি ১০:৩০।
[৪:৪] পয়দা ১০,১২, ১৮,২১,২৫,৩১; মার্ক ৭:১৮,১৯; রোমীয় ১৪:১৪-১৮; প্রেরিত ১০:১৫।
[৪:৫] ইব ৪:১২।
[৪:৬] ১তীম ১:১০; ২তীম ৩:১৫।
[৪:৭] ১তীম ১:৪; ২:২; ২তীম ২:১৬; ।
[৪:৮] ১তীম ৬:৬; জবুর ৩৭:৯,১১; মেসাল ২২:৪; মথি ৬:৩৩; মার্ক ১০:২৯,৩০।
[৪:৯] ১তীম ১:১৫।
[৪:১০] মথি ১৬:১৬; লূক ১:৪৭; ২:১১।
[৪:১১] ১তীম ৫:৭; ৬:২।
[৪:১২] ২তীম ১:৭; তীত ২:১৫; ২:৭; ফিলি ৩:১৭; ১থিষ ১:৭; ২থিষ ৩:৯; ১পিতর ৫:৩; ১তীম ১:১৪।

হযরত তীমথিয়ের প্রতি উপদেশ

৪ ১ পাক-রূহ্ স্পষ্টভাবেই বলছেন,
ভবিষ্যতে কতগুলো লোক ভ্রান্তিজনক
রূহ্‌দের ও বদ-রূহ্‌দের শিক্ষামালায় মন দিয়ে
ঈমান থেকে সরে পড়বে। ২ যাদের নিজের
বিবেক তপ্ত লোহার দাগের মত দাগযুক্ত হয়েছে
এমন মিথ্যাবাদীদের কপটতার জন্যই তা
ঘটবে। ৩ তারা বিয়ে করতে নিষেধ করে এবং
কোন কোন খাদ্য ভোজন করতে নিষেধ করে,
অথচ সেই খাদ্য আল্লাহ্ এই অভিপ্রায়ে সৃষ্টি
করেছেন, যেন যারা ঈমানদার ও সত্যের তত্ত্ব
জানে, তারা শুকরিয়াপূর্বক তা ভোজন করে।
৪ বাস্তবিক আল্লাহ্‌র সৃষ্ট সমস্ত বস্তুই ভাল;
শুকরিয়া সহকারে গ্রহণ করলে কিছুই বর্জনীয়
নয়, ৫ কেননা আল্লাহ্‌র কালাম এবং মুনাজাত
দ্বারা তা পবিত্রীকৃত হয়।

ঈসা মসীহের যোগ্য পরিচর্যাকারী

৬ এসব কথা ভাইদেরকে মনে করিয়ে দিলে তুমি
মসীহ্ ঈসার উত্তম পরিচারক হবে; এবং
ঈমানের যে কালাম ও উত্তম শিক্ষার অনুসরণ
করে আসছ তার দ্বারা পরিপুষ্ট হতে থাকবে।
৭ কিন্তু ভক্তিহীন যত পৌরাণিক গল্প ও বুড়িদের
বানানো গল্প অগ্রাহ্য কর। তার চেয়ে বরং
ভক্তিতে দক্ষ হতে অভ্যাস কর; ৮ কেননা
শারীরিক দক্ষতার অভ্যাস অল্প বিষয় সুফলদায়ক
হয়; কিন্তু আল্লাহ্-ভক্তি সমস্ত বিষয়ে
সুফলদায়ক, তা বর্তমান ও ভবিষ্যৎ জীবনের
প্রতিজ্ঞাযুক্ত। ৯ এই কথা বিশ্বাসযোগ্য এবং
সর্বতোভাবে গ্রহণেরও যোগ্য। ১০ এইজন্যই
আমরা পরিশ্রম ও প্রাণপণ করছি; কেননা আমরা
সেই জীবন্ত আল্লাহ্‌র উপরেই প্রত্যাশা রেখেছি,
যিনি সমস্ত মানুষের, বিশেষত ঈমানদারদের
নাজাতদাতা।
১১ তুমি এসব বিষয় হুকুম দাও ও শিক্ষা দাও।
১২ তুমি যুবক বলে যেন কেউ তোমাকে তুচ্ছ না
করে; কিন্তু কথাবার্তায়, আচার ব্যবহারে,
মহব্বতে ও শুদ্ধতায় ঈমানদারদের আদর্শ হও।

প্রতি উপযুক্ত স্বামীর দায়িত্ব পালন করতে হবে এবং সন্তানদেরকে সঠিক শিক্ষায় মানুষ করতে হবে।

৩:৮ পরিচারকদেরও আবশ্যক। ‘পরিচারক’ হলেন মণ্ডলীর বিভিন্ন দায়িত্বে নিয়োজিত পরিচর্যাকারীগণ, যাদের অপর নাম ‘ডীকন’। অধ্যক্ষদের মত তাদেরকেও একইভাবে পবিত্র ও ধার্মিক জীবন যাপনে অভ্যস্ত হতে হবে।

৩:৯ নিগূঢ়তত্ত্ব। এমন কিছু যা সাধারণ অর্থে মানুষের নিকট থেকে লুক্কায়িত, কিন্তু খোলাখুলিভাবে বিশেষ কিছুর প্রতি প্রকাশিত, এক্ষেত্রে তাদের প্রতি যাদের বিশ্বাস রয়েছে (১:৫,১৯; ২:১৫)।

৩:১৫ কেমন আচার ব্যবহার করতে হয়। পৌল চেয়েছেন যেন তীমথি তাঁর নির্দেশনা অনুসারে মণ্ডলীর সকল সদস্যদের আচার -আচরণ পরিশুদ্ধ ও সংস্কার করার জন্য কাজ করেন, যার মধ্য দিয়ে মাণ্ডলিক জীবনের সমৃদ্ধি সাধিত হবে।

৩:১৬ ভক্তির নিগূঢ়তত্ত্ব। ‘প্রকৃত ভক্তির প্রকাশিত সত্যতা’, অর্থাৎ এমন গুপ্ত বিষয়, যা মানুষের মাঝে ভক্তি তৈরি করে। ঈসা মসীহ্ নিজে, বিশেষ করে তাঁর নাজাত দানের কাজ হচ্ছে আমাদের জন্য প্রকৃত ভক্তির উৎস।

৪:১ ঈমান থেকে সরে পড়বে। মণ্ডলীতে এমন কিছু লোককে দেখা যাবে, যাদেরকে দেখলে মনে হবে তারা খুবই যোগ্যতাসম্পন্ন এবং আল্লাহ্ কর্তৃক অভিষিক্ত। এরা অনেক বড় বড় কাজ করবে এবং ক্ষমতা প্রদর্শন করবে। কিন্তু তারা প্রকৃত ঈমান থেকে সরে পড়বে এবং ভ্রান্ত শিক্ষার মাধ্যমে লোকদেরকে ভুল পথে ঠেলে দেবে।

৪:১২ যুবক বলে ... তুচ্ছ না করে। সম্ভবত সে সময় তীমথির বয়স ত্রিশও পেরোয় নি। সচরাচর এ ধরনের গুরুত্বপূর্ণ পদমর্যাদায় এত কম বয়সী কাউকে অভিষেক করা হত না; এ কারণে তাঁর নেতৃত্ব হয়তোবা প্রশ্নের সম্মুখীন হয়েছিল। তবে

১৩ আমি না আসা পর্যন্ত তুমি পাক-কিতাব পাঠে,
উপদেশ দানে ও শিক্ষা দিতে নিজেকে নিবিষ্ট
রাখ। ১৪ তোমার অন্তরস্থ সেই অনুগ্রহ-দান
অবহেলা করো না, যা ভবিষ্যদ্বাণী দ্বারা
প্রাচীনদের হস্তার্পণ সহকারে তোমাকে দেওয়া
হয়েছে। ১৫ এসব বিষয়ে যত্নবান হও ও তাতে
স্থির থাক যেন তোমার উন্নতি সকলের প্রত্যক্ষ
হয়। ১৬ নিজের বিষয়ে ও তোমার শিক্ষার বিষয়ে
সাবধান হও, এই সমস্ত বিষয়ে স্থির থাক; কেননা
তা করলে তুমি নিজেকে এবং যারা তোমার কথা
শুনে তাদেরকেও রক্ষা করতে পারবে।

ঈমানদারদের প্রতি কর্তব্য

৫ ১ তুমি কোন বৃদ্ধ লোককে তিরস্কার করো
না, কিন্তু তাকে পিতার মত অনুনয় কর
এবং যুবকদেরকে ভাইয়ের মত, ২ বৃদ্ধাদেরকে
মায়ের মত, যুবতীদেরকে সম্পূর্ণ শুদ্ধভাবে
বোনের মত জেনে তাদের সঙ্গে ব্যবহার কর।

মণ্ডলীর বিধবাদের বিষয়

৩ যেসব বিধবাদের দেখাশুনা করার কেউ নেই,
তাদের সম্মান কর। ৪ কিন্তু যদি কোন বিধবার
সন্তান বা নাতি-নাতনি থাকে তবে তারা প্রথমত
নিজের বাড়ির লোকদের প্রতি ভক্তি প্রকাশ
করতে ও পিতা-মাতার ঋণ পরিশোধ করতে
শিখুক; কেননা তা-ই আল্লাহ্‌র সাক্ষাতে গ্রহণীয়।
৫ যে বিধবার দেখাশোনা করার কেউ নেই ও
এতিম, সে আল্লাহ্‌র উপরে প্রত্যাশা রেখে
দিনরাত ফরিয়াদ ও মুনাজাত করতে থাকে।
৬ কিন্তু যে ভোগ-বিলাসে জীবন কাটায় সে
জীবিত অবস্থায়ও মৃতের মত। ৭ এ সব বিষয়ে
হুকুম কর, যেন তারা অনিন্দনীয় হয়। ৮ কিন্তু
কেউ যদি নিজের সম্পর্কীয় লোকদের বিশেষত
নিজের আত্মীয়-পরিজনের দেখাশোনা না করে,
তা হলে সে ঈমান অস্বীকার করেছে এবং অ-
ঈমানদারদের চেয়ে অধম হয়েছে।

[৪:১৩] কল ৪:১৬; ১থিষ ৫:২৭।
[৪:১৪] প্রেরিত ১১:৩০; ৬:৬; ২তীম ১:৬।
[৪:১৬] রোমীয় ১১:১৪।
[৫:১] তীত ২:২; লেবীয় ১৯:৩২; তীত ২:৬।
[৫:৪] ইফি ৬:১,২; রোমীয় ১২:২।
[৫:৫] ১করি ৭:৩৪; ১পিতর ৩:৫; লূক ২:৩৭; রোমীয় ১:১০।
[৫:৬] লূক ১৫:২৪।
[৫:৭] ১তীম ৪:১১; ৬:২।
[৫:৮] ২পিতর ২:১; এহুদা ৪।
[৫:১০] লূক ৭:৪৪; প্রেরিত ৯:৩৬; ১তীম ৬:১৮; ১পিতর ২:১২; রোমীয় ১২:১৩।
[৫:১৩] রোমীয় ১:২৯; ২থিষ ৩:১১।
[৫:১৪] ১করি ৭:৯; ১তীম ৬:১।
[৫:১৫] মথি ৪:১০।
[৫:১৭] প্রেরিত ১১:৩০; ফিলি ২:২৯; ২থিষ ৫:১২।
[৫:১৮] দ্বি:বি: ২৫:৪; ১করি ৯:৭-৯; লূক ১০:৭; মথি ১০:১০; ১করি ৯:১৪।
[৫:১৯] মথি ১৮:১৬; প্রেরিত ১১:৩০।

৯ বিধবা বলে কেবল তাকেই গণনা করা হোক,
যার বয়স ষাট বছরের নিচে নয় ও যার একমাত্র
স্বামী ছিল, ১০ এবং যার পক্ষে নানা সৎকর্মের
প্রমাণ পাওয়া যায়; অর্থাৎ যদি সে সন্তানদের
লালন-পালন করে থাকে, যদি মেহমানদের সেবা
করে থাকে, যদি পবিত্র লোকদের পা ধুয়ে থাকে,
যদি কষ্ট-পাওয়া লোকদের উপকার করে থাকে,
যদি সমস্ত সৎকর্মের অনুসরণ করে থাকে।
১১ কিন্তু যুবতী বিধবাদেরকে বিধবার তালিকায়
গণনা করো না, কেননা ইন্দ্রিয়তাড়িত হয়ে
মসীহের বিরুদ্ধচারী হলে তারা বিয়ে করতে
চায়; ১২ এতে তারা প্রথম ঈমান অগ্রাহ্য করেছে
বলে নিজেদের উপর শাস্তি ডেকে আনে।
১৩ এছাড়া, তারা বাড়িতে বাড়িতে ঘুরে বেড়িয়ে
অলস হতে শেখে; কেবল অলসও নয়, বরং
বাচাল ও অনধিকার চর্চাকারিণী হতে ও অনুচিত
কথা বলতে শিখে। ১৪ অতএব আমার ইচ্ছা যেন
এই যুবতী বিধবারা বিয়ে করে, সন্তান প্রসব
করে, বাড়িতে কর্তৃত্ব করে, বিপক্ষকে নিন্দা
করার কোন সুযোগ না দেয়। ১৫ কেননা
ইতোপূর্বেও কেউ কেউ শয়তানের পিছনে গমন
করে বিপথগামিনী হয়েছে। ১৬ যদি কোন
ঈমানদার স্ত্রীলোকের পরিবারে কয়েকজন বিধবা
থাকে তবে তিনিই তাদের দেখাশোনা করুন;
মণ্ডলী ভারগ্রস্ত না হোক, যেন যারা প্রকৃত বিধবা,
মণ্ডলী তাদের দেখাশোনা করতে পারে।

নানা রকম উপদেশ

১৭ যে প্রাচীনেরা উত্তমরূপে শাসন করেন,
বিশেষত যাঁরা কালাম তবলিগ ও শিক্ষা দান
করার জন্য পরিশ্রম করেন, তাঁরা দ্বিগুণ
সমাদরের যোগ্য বলে গণিত হোন। ১৮ কারণ পাক-
কিতাবে বলে, “শস্য-মাড়াইকারী বলদের মুখে
জাল্‌তি বেঁধো না;” আর কার্যকারী নিজের
বেতনের যোগ্য। ১৯ দুই তিন জন সাক্ষী ছাড়া

বৃহত্তর অর্থে পৌল সমগ্র যুব সমাজকে আহ্বান করছেন যেন তাদের কথা, কাজ ও আচরণ এমন হয়, যার কারণে কেউ কখনো তাদেরকে তাচ্ছিল্য করার সুযোগ না পায়।

৪:১৬ নিজের বিষয়ে ... সাবধান হও। পবিত্র জীবন যাপন করা, পাক-রূহের পরিচর্যা ও তাঁর দানগুলোর প্রতি সংবেদনশীল হওয়া, সঠিক শিক্ষা দান করা, ঈসায়ী ঈমান ও সুসমাচারের সত্যের সুরক্ষার্থে নিয়োজিত থাকা এবং সেই সাথে নিজ রূহানিক জীবনের বিষয়ে সতর্ক থাকা একজন ঈসায়ী পরিচর্যাকারীর জন্য অত্যন্ত প্রয়োজনীয় দায়িত্ব। এই সাবধানতা তার নিজের এবং অন্যদের নাজাতের জন্য সমানভাবে গুরুত্বপূর্ণ।

৫:২ সম্পূর্ণ শুদ্ধভাবে। একজন পরিচর্যাকারীর অন্যতম দায়িত্ব হচ্ছে নারীদেরকে সুসমাচারের শিক্ষা দান করা এবং বিভিন্ন উপদেশ দেওয়া। কিন্তু তাকে অবশ্যই যে কোন অসঙ্গত স্বার্থ চেষ্টা বা অন্তরঙ্গতা গড়ে তোলা কিংবা অত্যধিক মনযোগ প্রদান করা থেকে বিরত থাকতে হবে।

৫:৩ বিধবাদের ... সম্মান কর। সম্ভবত বিধবাদের যত্ন নেওয়া এবং বস্তুগত সাহায্য দানের কথা বোঝানো হয়েছে। সম্ভবত সে সময় বিধবারা সমাজে অত্যন্ত অবহেলিত ছিল এবং তাদের কোন সহায় সম্বল ছিল না।

৫:৬ জীবিত অবস্থায়ও মৃতের মত। দৈহিকভাবে জীবিত থাকলেও সে রূহানিকভাবে মৃত।

৫:৯ বিধবা বলে ... গণনা করা হোক। সম্ভবত ইফিষীয় মণ্ডলী সেই সমস্ত বিধবাদের তালিকা তৈরি করেছিল, যাদের ভরণ-পোষণে তারা নিজেরা অর্থায়ন করতো। তৎকালীন সমাজ ব্যবস্থায় বিধবাদের জন্য কোন ভাতা বা কোন আয়ের উৎস না থাকায় ঈমানদার বিধবাদের দায়-দায়িত্ব মণ্ডলীকেই নিতে হত।

৫:১৪ বিপক্ষকে ... সুযোগ না দেয়। ঈসায়ীদেরকে কোন ধরনের অনৈতিকতা বা অশালীনতার দায়ে নিন্দা ও অভিযুক্ত করতে বিপক্ষরা যেন কোনভাবে সুযোগ না পায়, সে উদ্দেশ্যে বিধবাদের উচিত আবারও বিয়ে করা এবং পুরোদস্তুর পারিবারিক জীবন যাপন করা।

কোন প্রাচীনের বিরুদ্ধে অভিযোগ গ্রাহ্য করো না। [20] যারা গুনাহ্‌ করে তাদেরকে সকলের সাক্ষাতে অনুযোগ কর; যেন অন্য সকলেও ভয় পায়। [21] আমি আল্লাহ্‌র, মসীহ্‌ ঈসার ও মনোনীত ফেরেশতাদের সাক্ষাতে তোমাকে এই দৃঢ় হুকুম দিচ্ছি, তুমি পূর্বধারণা ছাড়া এসব বিধি পালন কর, পক্ষপাতের বশে কিছুই করো না। [22] তাড়াতাড়ি করে কারো উপরে হস্তার্পণ করো না এবং অন্যের গুনাহ্‌র ভাগী হয়ো না, নিজেকে খাঁটি রেখো। [23] এখন থেকে কেবল পানি পান করো না, কিন্তু তোমার পেটের জন্য ও তোমার বার বার অসুখ হয় বলে কিঞ্চিৎ আঙ্গুর-রস পান করো। [24] কোন কোন লোকের গুনাহ্‌ বিচারের আগেই সুস্পষ্ট, আবার কোন কোন লোকের গুনাহ্‌ তাদের বিচারের পরেই প্রকাশ পায়। [25] সৎকর্মও সেরকম সুস্পষ্ট; আর যা যা স্পষ্ট নয়, সেগুলো গুপ্ত থাকে না।

৬ [1] যেসব লোক জোয়ালের অধীন গোলাম, তারা নিজ নিজ মালিকদেরকে সম্পূর্ণ সমাদরের যোগ্য জ্ঞান করুন, যেন আল্লাহ্‌র নাম এবং শিক্ষা নিন্দিত না হয়। [2] আর যারা ঈমানদার মালিকের অধীনে আছে, তারা তাঁদেরকে ঈমানদার ভাই বলে তুচ্ছ জ্ঞান না করুক; বরং আরও যত্ন সহকারে গোলামীর কাজ করুক, কেননা যাঁরা সেই সদ্ব্যবহারের ফল ভোগ করেন তাঁরা ঈমানদার ও মহব্বতের পাত্র। এসব শিক্ষা দাও ও অনুনয় কর।

মিথ্যা শিক্ষা ও নিরাময় কালাম

[3] যদি কেউ অন্য রকম শিক্ষা দেয় এবং নিরাময় কালাম, অর্থাৎ আমাদের ঈসা মসীহের কালাম ও ভক্তির অনুরূপ শিক্ষা স্বীকার না করে, [4] তবে সে গর্বে অন্ধ হয়ে গেছে, কিছুই জানে না, কিন্তু ঝগড়া-বিবাদ ও তর্ক-বিতর্ক করা তার একটা রোগ হয়ে দাঁড়িয়েছে; এই সবের ফল হল হিংসা, ঝগড়া, নিন্দা, কুসন্দেহ, [5] এবং বিকৃতমনা ও সত্যবিহীন লোকদের মধ্যে তুমুল ঝগড়া-বিবাদ; এই রকম লোকেরা আল্লাহ্‌-ভক্তিকে একটা লাভের উপায় বলে মনে করে। [6] বাস্তবিকই আল্লাহ্‌-ভক্তি সন্তোষযুক্ত হলে মহালাভের উপায় হয়, [7] কেননা আমরা দুনিয়াতে কিছুই সঙ্গে আনি নি আর কিছুই সঙ্গে করে নিয়ে যেতেও পারি না; [8] অতএব খাবার ও কাপড়-চোপড় থাকলে আমরা তাতেই সন্তুষ্ট থাকব। [9] কিন্তু যারা ধনী হতে বাসনা করে, তারা পরীক্ষায় ও ফাঁদে পড়ে এবং নানা ধরনের বোধশূন্য ও ক্ষতিকর কামনার হাতে ধরা পড়ে, যা মানুষকে সংহারে ও বিনাশে নিমজ্জিত করে। [10] কেননা ধনাসক্তি সমস্ত মন্দতার একটা মূল; তাতে রত হওয়াতে অনেক লোক ঈমান থেকে সরে বিপথগামী হয়েছে এবং নিজেরা নিজেদের উপর অনেক যাতনা ডেকে এনেছে।

ঈমানের যুদ্ধ

[11] কিন্তু তুমি, হে আল্লাহ্‌র লোক, এসব থেকে পালিয়ে যাও; এবং ধার্মিকতা, ভক্তি, ঈমান, মহব্বত, ধৈর্য, মৃদুভাব– এই সমস্ত বিষয়ের জন্য কঠোরভাবে চেষ্টা কর। [12] ঈমানের উত্তম যুদ্ধে প্রাণপণ কর; যে অনন্ত জীবনের জন্য তুমি আহ্বান পেয়েছ এবং অনেক সাক্ষীর সাক্ষাতে সেই উত্তম স্বীকারোক্তি উচ্চারণ করেছ, সেই অনন্ত জীবন ধরে রাখ। [13] সকলের জীবনদাতা আল্লাহ্‌র সাক্ষাতে এবং যিনি পন্তীয় পীলাতের কাছে সেই উত্তম স্বীকারোক্তি উচ্চারণ করেছিলেন, সেই মসীহ্‌ ঈসার সাক্ষাতে, আমি তোমাকে এই হুকুম করছি, [14] প্রভু ঈসা মসীহ্‌ প্রকাশিত না হওয়া পর্যন্ত তুমি হুকুমটি নিষ্কলঙ্ক ও অনিন্দনীয় রাখ; [15] সেই পরমধন্য ও একমাত্র শাসনকর্তা, বাদশাহ্‌দের বাদশাহ্‌ ও প্রভুদের প্রভু, উপযুক্ত সময়ে মসীহ্‌কে প্রকাশ করবেন।

[৫:২০] দ্বিঃবিঃ ১৯:১৫।
[৫:২১] ২তীম ৪:১।
[৫:২২] জবুর ১৮:২৬।
[৬:১] ইফি ৬:৫; ১তীম ৫:১৪।
[৬:২] ফিলী ১৬; ১তীম ৪:১১।
[৬:৩] ১তীম ১:৩; ১:১০।
[৬:৪] ২তীম ৩:৪; ২তীম ২:১৪।
[৬:৫] ২তীম ৩:৮; তীত ১:১৫।
[৬:৬] ফিলি ৪:১১; ইব ১৩:৫; ১তীম ৪:৮।
[৬:৭] আইয়ুব ১:২১; জবুর ৪৯:১৭; হেদা ৫:১৫
[৬:৮] মেসাল ৩০:৮; ইব ১৩:৫
[৬:৯] মেসাল ১৫:১৭; ২৮:২০; ১তীম ৩:৭
[৬:১০] ১তীম ৩:৩; ইয়াকুব ৫:১৯।
[৬:১১] ২তীম ৩:১৭।
[৬:১২] ফিলি ৩:১২; মথি ২৫:৪৬; ইব ৩:১।
[৬:১৩] ১তীম ৫:২১; ২তীম ৪:১।
[৬:১৪] ১থিষ ৩:১৩; ১করি ১:৭; ২তীম ১:১০; ৪:১,৮।
[৬:১৫] দ্বিঃবিঃ ১০:১৭; দানি ২:৪৭; প্রকা ১:৫; ১৭:১৪; ১৯:১৬।

৫:২০ সকলের সাক্ষাতে অনুযোগ কর। প্রাচীনদের কর্তব্য হচ্ছে, অন্য একজন প্রাচীনের কোন ভুল বা দোষ ঢেকে না রেখে বরং সকলকে সাক্ষী রেখে অভিযোগ করা এবং তার বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা, যাতে মণ্ডলীতে সুশাসন ও শৃঙ্খলা বজায় থাকে।

৫:২২ তাড়াতাড়ি করে কারো উপরে হস্তার্পণ করো না। কোন ব্যক্তি নিজ যোগ্যতা ও উপযুক্ততা যথাযথভাবে প্রমাণ না করা পর্যন্ত তাকে প্রাচীন হিসেবে অভিষেক দেওয়া উচিত নয়।

৫:২৩ কিঞ্চিৎ আঙ্গুর-রস পান করো। সম্ভাব্য ইতিহাস থেকে জানা যায় যে, ইফিষ নগরীর পানিতে ক্ষারের পরিমাণ বেশি ছিল এবং তা পান করে তীমথি মাঝে মাঝে অসুস্থ হয়ে পড়তেন। সে কারণে পৌল পরামর্শ দেন ঔষধ হিসেবে আঙ্গুর-রস পান করতে, যেন তীমথি সুস্থ হয়ে ওঠেন।

৬:৫ বিকৃতমনা ও সত্যবিহীন। এই সব লোকেরা কিতাবের সত্য জেনেও ভুল পথে পরিচালিত হয় এবং কিতাব-বিরোধী শিক্ষা দেয়। তারা ধর্মকে আয়ের পথ হিসেবে দেখে ও সেভাবেই চলে। এদের জন্য ধ্বংস অনিবার্য।

৬:৮ আমরা তাতেই সন্তুষ্ট থাকব। ঈমানদারদের দায়িত্ব হচ্ছে একান্ত প্রয়োজনীয় মৌলিক চাহিদাগুলো ছাড়া অন্য কিছুর অভাব অনুভব না করা, কারণ পার্থিব বিষয়বস্তুর প্রতি অপ্রয়োজনীয় আগ্রহ আমাদেরকে আল্লাহ্‌র কাছ থেকে দূরে সরিয়ে নিয়ে যায়।

৬:১২ ঈমানের উত্তম যুদ্ধে প্রাণপণ কর। পৌল ঈসায়ী জীবনকে যুদ্ধের সাথে তুলনা করেছেন, যেখানে আমাদের প্রাণপণ সংগ্রাম করতে হবে এবং সেই সাথে মসীহের প্রতি অটল একনিষ্ঠতা ও আনুগত্য বজায় রাখতে হবে।

৬:১৪ প্রকাশিত না হওয়া পর্যন্ত। অর্থাৎ আমাদেরকে সারা জীবন ধরে প্রভুর আগমনের জন্য প্রস্তুত হয়ে থাকতে হবে এবং তাঁর নির্দেশ অক্ষরে অক্ষরে পালন করতে হবে।

BACIB International Bible CHURCH

১৬ তিনি অমরতার একমাত্র অধিকারী, এমন
আলোতে বাস করেন যেখানে কেউ যেতে পারে
না, যাঁকে মানুষের মধ্যে কেউ কখনও দেখতে
পায় নি, দেখতে সক্ষমও নয়; তাঁরই সমাদর ও
অনন্তকালস্থায়ী পরাক্রম হোক। আমিন।
১৭ যারা এই যুগে ধনবান তাদেরকে এই হুকুম
দাও যেন তারা অহংকারী না হয় এবং অস্থায়ী
ধনের উপরে নয়, কিন্তু যিনি ধনবানের মত সমস্ত
কিছুই আমাদের ভোগের জন্য যুগিয়ে দেন সেই
আল্লাহ্‌রই উপরে প্রত্যাশা রাখে;
১৮ যেন পরের
উপকার করে, সৎ কাজরূপ ধনে ধনবান হয়,
দানশীল হয়, সহভাগীকরণে তৎপর হয়;
১৯ এভাবে তারা নিজেদের জন্য, ভবিষ্যতের
জন্য উত্তম ভিত্তিমূলস্বরূপ সম্পদ প্রস্তুত করুক
যেন যা প্রকৃতরূপে জীবন তা-ই ধরে রাখতে
পারে।
২০ হে তীমথি, তোমার কাছে যা গচ্ছিত হয়েছে
তা সাবধানে রাখ; যাকে মিথ্যাভাবে জ্ঞান নামে
আখ্যাত করা হয় সেই সব ভক্তিহীন অসার
প্রলাপ ও স্ববিরোধী শিক্ষা থেকে দূরে থাক;
২১ কেউ কেউ সেই জ্ঞান স্বীকার করে ঈমান
সম্বন্ধে লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়েছে। রহমত তোমাদের
সহবর্তী হোক।

[৬:১৬] জবুর ১০৪:২; ১ইউ ১:৭। [৬:১৭] জবুর ৬২:১০; ইয়ার ৪৯:৪; লূক ১২:২০,২১; ১তীম ৪:১০; প্রেরিত ১৪:১৭। [৬:১৮] ১তীম ৫:১০;রোমীয় ১২:৮,১;ইফি ৪:২৮। [৬:১৯] মথি ৬:২০; আঃ ১২; ফিলি ৩:১২। [৬:২০] ২তীম ১:১২,১৪; ২:১৬। [৬:২১] ২তীম ২:১৮; কল ৪:১৮।

৬:২০ তোমার কাছে যা গচ্ছিত হয়েছে। ঈসায়ীদের কর্তব্য হচ্ছে মসীহের সুসমাচারকে অবিকৃত অবস্থায় রাখা এবং সব সময় এর পক্ষসমর্থন করা।

তীমথি সম্পর্কে কিছু গুরুত্বপূর্ণ তথ্য

১. সম্ভবত ৫১ খ্রীষ্টাব্দে পৌলের দ্বিতীয় তবলিগ যাত্রার সময়ে তীমথিও তাঁর সঙ্গে অংশগ্রহণ করেছিলেন (প্রেরিত ১৬:৩)।
২. নবী হিসাবে আল্লাহ্‌র বাণী মানুষকে জানাবার জন্য তিনি আল্লাহ্‌র কাছ থেকে একটা বিশেষ দান পেয়েছিলেন (১ তীম ৪:১৪; ২ তীম ১:৬)।
৩. ত্রোয়া, ফিলিপী, থিষলনীকী ও বিরয়া শহরে পৌল তবলিগ করার সময় তীমথিও তাঁর সঙ্গে সেখানে ছিলেন এবং পৌলের অনুমতি না পাওয়া পর্যন্ত তিনি বিরয়াতে অবস্থান করেছিলেন। এর পরে তিনি আথীনীতে এসেছিলেন (প্রেরিত ১৭:১৪-১৫)।
৪. এরপর পৌল তাঁকে থিষলনীকী শহরে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন (১ থিষ ৩:১-২)।
৫. তীমথি থিষলনীকীয়দের কাছে পত্রগুলো লিখবার কাজে পৌলকে সাহায্য করেছিলেন (১ থিষ ১:১; ২ থিষ ৩:১-২)।
৬. ম্যাসোডনিয়ায় থাকাকালে ২ করিন্থীয় পত্রটি লেখবার কাজে তিনি পৌলকে সাহায্য করেছিলেন (প্রেরিত ১৯:২২; ২ করি ১:১)।
৭. রোম শহরে পৌলের সাথে তীমথিয়ও উপস্থিত ছিলেন (ফিলিপীয় ১:১; ২:১৯-২০; কলসীয় ১:১; ফিলিমন ১ আয়াত)।
৮. এরপর তীমথি ইফিষ শহরে অবস্থান করলেন। পৌল ১ তীমথি পত্রটি লিখে ইফিষ শহরে তীমথিয়ের কাছে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। এই পত্রে তিনি অনুরোধ করেছিলেন যেন তীমথি শীঘ্র রোম শহরে তাঁর কাছে আসেন। (২ তীম ৪:৯)।
৯. পৌল মৃত্যুবরণ করার আগে তীমথি রোমে তাঁর কাছে পৌঁছেছিলেন কিনা সে সম্পর্কে কিতাবে কোন কিছুর উল্লেখ নেই।
১০. তীমথিয় জেলখানা থেকে মুক্তি পেয়েছিলেন (ইবরানী ১৩:২৩)।
১১. তীমথির একটু ভয়ের মনোভাব ছিল এবং প্রায়ই তিনি অসুস্থ হয়ে পড়তেন (১ তীম ১:৬-৭; ২ তীম ৫:২৩); মণ্ডলীর মধ্যে যে সব সমস্যা ও মন্দ লোকেরা ছিল এ সমস্ত বিষয়ে সমাধান করার জন্য তীতের মত তীমথিয়ের খুব একটা সাহস ছিল না।
১২. পৌলের সহকর্মী হিসাবে ডা: লূক ও তীমথি প্রায়ই তাঁর সঙ্গে তবলিগ করার জন্য একস্থান থেকে অন্য স্থানে ভ্রমণ করতেন।
১৩. পৌল তীমথিকে তাঁর নিজের সন্তানের মত মহব্বত করতেন। যখন তীমথি তাঁর সঙ্গে ছিলেন না তখন তিনি তাঁর জন্য অনেক চিন্তা করতেন।
১৪. পৌল সাক্ষ্যমর হওয়ার পর তীমথি ইফিষীয় মণ্ডলীর ইমাম হয়েছিলেন। সেখানে প্রেরিত ইউহোন্না‌ও ছিলেন।
১৫. সম্ভবত পৌলের মত তিনিও ঈসা মসীহের সুসমাচারের জন্য শহীদ হয়েছিলেন।

সপ্তদশ খণ্ড : ২ তীমথিয়

ভূমিকা

পত্রখানির লেখক, লেখার তারিখ ও স্থান: ৬৬ থেকে ৬৭ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যবর্তী সময়ে রোমে দ্বিতীয় কারাবন্দীত্বের সময় পৌল এই পত্রটি লেখেন। প্রথম কারাবন্দীত্বের সময় তিনি তাঁর ভাড়া করা ঘরে বেশ সাচ্ছন্দে দিন কাটালেও এ সময় তাঁকে আক্ষরিক অর্থেই কারাগারে বন্দী অবস্থায় থাকতে হচ্ছিল।

পত্রখানির উদ্দেশ্য: তীমথিকে আরও একটি পত্র লেখার কারণ ছিল মূলত তিনটি:-

১. পৌল একাকী ছিলেন। ফুগিল্ল ও হর্মগিনি, *এশিয়াতে যারা আছে তারা সকলে* (১:১৫) এবং দীমা (৪:১০) তাঁকে পরিত্যাগ করেছিলেন। ক্রীস্কেন্ত, তীত ও তুখিক দূরে ছিলেন (৪:১০-১২) এবং শুধুমাত্র লূক তাঁর সাথে ছিলেন (৪:১১)। সে কারণে পৌল তীমথিকে তাঁর একাকীত্বের সময় কাছে পেতে চেয়েছিলেন। তীমথি যদিও পৌলের সহকর্মী ছিলেন, তবুও তাঁদের সম্পর্ক ছিল পিতা-পুত্রের মত।

২. তৎকালীন রোম সম্রাট নীরোর অত্যাচারে জর্জরিত মণ্ডলীর জন্য পৌল চিন্তিত ছিলেন এবং সুসমাচারের সুরক্ষার্থে তিনি তীমথিকে সতর্ক করে দিচ্ছেন। তিনি তীমথিকে সুসমাচার তবলিগ চালিয়ে যেতে এবং প্রয়োজনবোধে এর জন্য কষ্টভোগ করতে নির্দেশ দিচ্ছেন।

৩. তিনি তীমথির মাধ্যমে ইফিষীয় মণ্ডলীকে কিছু নির্দেশনা দিতে চেয়েছিলেন।

পত্রখানির বিষয়বস্তু: তীমথির কাছে পৌলের লেখা দ্বিতীয় পত্রে পৌল প্রধানত একজন যুবক সহকর্মী ও সহকারী হিসাবে তীমথিকে তাঁর ব্যক্তিগত উপদেশ দান করেছেন (প্রেরিত ১৬:১)। পত্রটির মূল বক্তব্য হচ্ছে সহ্য করা। সকল দুঃখ ও কষ্টের মধ্যেও তীমথিকে বিশ্বস্তভাবে ঈসা মসীহের সাক্ষ্যদান করবার জন্য উৎসাহ ও উপদেশ দেওয়া হয়েছে; তাঁকে সুসমাচার ও পুরাতন নিয়মের সত্যময় শিক্ষায় স্থির থাকতে (৩:১৫) এবং একজন শিক্ষক ও প্রচারক হিসেবে স্থির থাকতে বলা হয়েছে। তীমথিকে বিশেষ করে "ভক্তিহীন অসার কথাবার্তা" (২:১৬) থেকে দূরে থাকার জন্য উপদেশ দেওয়া হয়েছে কারণ ঐ সমস্ত কথাবার্তা কোন লোকের ভাল করে না বরং যারা তা শোনে তাদেরও ক্ষতি করে।

সমস্ত বিষয়ে তীমথিকে পৌলের নিজের জীবনের আদর্শকে অনুসরণ করতে আহ্বান করেছেন। যেমন – তাঁর বিশ্বাস, ধৈর্য, ভালবাসা, সহনশীলতা ও মসীহের জন্য অত্যাচার সহ্য করবার শক্তি।

প্রধান আয়াত: "তুমি আল্লাহ্‌র কাছে পরীক্ষাসিদ্ধ লোক হিসেবে নিজেকে উপস্থিত করতে প্রাণপণ চেষ্টা কর; এমন কার্যকারী হও, যার লজ্জা পাবার কোন কারণ নেই, যে সত্যের কালাম যথার্থভাবে ব্যবহার করতে জানে" (২:১৫)।

প্রধান প্রধান লোক: পৌল, তীমথি, লূক, মার্ক।

প্রধান স্থানসমূহ: রোম, ইফিষ।

রূপরেখা:

(১) ভূমিকা (১:১-৪)
(২) স্থির ও বিশ্বস্ত থাকতে হুকুম (১:৫-১৪)
(৩) পৌলের অবস্থা (১:১৫-১৮)
(৪) তীমথির প্রতি বিশেষ নির্দেশনা (২ রুকু)
- ক. ঈসা মসীহের এক জন উত্তম সৈনিক (২:১-১৩)
- খ. যথার্থভাবে সত্যের কালাম ব্যবহার করা (২:১৪-২৬)

(৫) শেষ দিন সম্পর্কে সতর্কীকরণ (অধ্যায় ৩)
- ক. শেষ কালের বিষয় (৩:১-৯)
- খ. হযরত তীমথির প্রতি নির্দেশ (৩:১০-১৭)

(৬) বন্দী হযরত পৌলের শেষ কথা (৪:১-৮)
- ক. কালাম তবলিগের দায়িত্ব অর্পণ (৪:১-৫)
- খ. পৌলের বিজয়ী দৃষ্টি (৪:৬-৮)
- গ. ব্যক্তিগত নির্দেশনা (৪:৯-১৮)

(৭) শেষ কথা ও দোয়া (৪:১৯-২২)

BACIB
International Bible CHURCH

শুভেচ্ছা

১ [১] পৌল, মসীহ্ ঈসাতে জীবনের ওয়াদা অনুসারে আল্লাহ্‌র ইচ্ছায় মসীহ্ ঈসার প্রেরিত– [২] আমার প্রিয় সন্তান তীমথির সমীপে। পিতা আল্লাহ্ ও আমাদের প্রভু মসীহ্ ঈসার কাছ থেকে রহমত, করুণা ও শান্তি বর্ষিত হোক।

স্থির ও বিশ্বস্ত থাকতে হুকুম

[৩] আল্লাহ্, যাঁর এবাদত আমার পূর্ব-পুরুষরা করতেন আমিও পবিত্র বিবেকে তাঁর এবাদত করে থাকি। আমি যখন দিনরাত অবিরত তোমার জন্য মুনাজাত করে থাকি তখন আমি তাঁর শুকরিয়া আদায় করি। [৪] তোমার চোখের পানি স্মরণ করে দিনরাত তোমাকে দেখবার আকাঙ্ক্ষা করছি, যেন আমি আনন্দে পূর্ণ হই; [৫] তোমার অন্তরস্থ কল্পনাতীত ঈমানের কথা স্মরণ করছি, যা আগে তোমার নানী লোয়ী ও তোমার মা উনীকীর অন্তরে বাস করতো এবং আমি নিশ্চিত যে, এই ঈমান তোমার অন্তরেও বাস করছে। [৬] এই কারণে তোমাকে স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি যে, আমার হস্তার্পণ দ্বারা আল্লাহ্‌র যে অনুগ্রহ-দান তোমাতে আছে তা জ্বালিয়ে রাখ। [৭] কেননা আল্লাহ্ আমাদেরকে ভীরুতার রূহ্ দেন নি, কিন্তু শক্তির, মহব্বতের ও সুবুদ্ধির রূহ্ দিয়েছেন।

[৮] অতএব আমাদের প্রভুর সম্বন্ধে সাক্ষ্যের বিষয়ে এবং তাঁর বন্দী যে আমি, আমার বিষয়ে তুমি লজ্জিত হয়ো না, কিন্তু আল্লাহ্‌র শক্তি অনুসারে ইঞ্জিলের জন্য আমার সঙ্গে দুঃখভোগ স্বীকার কর; [৯] তিনিই আমাদেরকে নাজাত দিয়েছেন এবং পবিত্র আহ্বানে আহ্বান করেছেন। আমাদের কোন কাজের জন্য তা করেন নি, কিন্তু তাঁর নিজের সঙ্কল্প ও রহমত অনুসারে করেছেন; সেই রহমত অনাদিকালের আগে মসীহ্ ঈসাতে আমাদেরকে দেওয়া হয়েছিল, [১০] এবং এখন আমাদের নাজাতদাতা মসীহ্ ঈসার আর্বিভাবের মধ্য দিয়ে প্রকাশিত হল, যিনি মৃত্যুকে শক্তিহীন করেছেন এবং ইঞ্জিলের মধ্য দিয়ে জীবন ও অমরত্বকে আলোতে এনেছেন। [১১] সেই ইঞ্জিলের জন্যই আমি তবলিগকারী, প্রেরিত ও শিক্ষক হিসেবে নিযুক্ত হয়েছি। [১২] এই কারণে এত দুঃখভোগও করছি; তবুও আমি লজ্জিত নই, কেননা যাঁর উপর ঈমান এনেছি, তাঁকে জানি এবং দৃঢ়ভাবে প্রত্যয় করছি যে, আমি তাঁর কাছে যা গচ্ছিত রেখেছি, তিনি সেই দিনের জন্য তা রক্ষা করতে সমর্থ। [১৩] তুমি আমার কাছে নিরাময় শিক্ষার যা যা শুনেছ, মসীহ্ ঈসাতে ঈমান ও মহব্বতের সঙ্গে তা আদর্শ হিসেবে ধরে রাখ। [১৪] তোমার কাছে যে উত্তম ধন গচ্ছিত আছে, আমাদের অন্তরে বাস করেন, সেই পাক-রূহ্ দ্বারা তা রক্ষা কর।

[১৫] তুমি জান, এশিয়াতে যারা আছে তারা সকলে আমার কাছ থেকে সরে পড়েছে; তাদের মধ্যে ফুগিল্ল ও হর্মগিনি আছে। [১৬] প্রভু অনীষিফরের পরিবারকে করুণা দান করুন, কেননা তিনি বার বার আমার প্রাণ জুড়িয়েছেন এবং আমার শিকল হেতু লজ্জিত হন নি; [১৭] বরং তিনি রোমে আসবার পর যত্নপূর্বক অনুসন্ধান করে আমার সঙ্গে দেখা করেছিলেন। [১৮] প্রভু তাঁকে এই বর দিন, যেন সেদিন তিনি প্রভুর কাছ থেকে করুণা পান– আর ইফিষে তিনি কত পরিচর্যা করেছিলেন, তা তুমি বিলক্ষণ জান।

ঈসা মসীহের এক জন উত্তম সৈনিক

২ [১] অতএব হে আমার সন্তান, তুমি মসীহ্ ঈসাতে স্থিত অনুগ্রহে বলবান হও। [২] আর অনেক সাক্ষীর মুখে আমার যেসব শিক্ষার কথা শুনেছ, সেসব এমন বিশ্বস্ত লোকদেরকে দাও, যারা অন্য লোকদেরকেও শিক্ষা দিতে সক্ষম হবে। [৩] তুমি মসীহ্ ঈসার উত্তম যোদ্ধার মত আমার সঙ্গে দুঃখভোগ স্বীকার কর। [৪] কেউ যুদ্ধ করার সময়ে সাংসারিক ব্যাপারে নিজেকে জড়িত হতে দেয় না, যেন তাকে যে ব্যক্তি যোদ্ধা করে নিযুক্ত করেছে, তারই তুষ্টিকর হতে পারে।

[১:১] ১করি ১:১; ২করি ১:১; ইফি ৩:৬; তীত ১:২।
[১:২] প্রেরিত ১৬:১; ১তীম ১:২; রোমীয় ১:৭।
[১:৩] রোমীয় ১:৮; ১:১০; প্রেরিত ২৩:১।
[১:৪] প্রেরিত ২০:৩৭।
[১:৫] প্রেরিত ১৬:১।
[১:৬] প্রেরিত ৬:৬; ১তীম ৪:১৪।
[১:৭] ইয়ার ৪২:১১; ইব ২:১৫; ইশা ১১:২।
[১:৮] মার্ক ৮:৩৮; ইফি ৩:১।
[১:৯] ইফি ২:৯।
[১:১০] ইফি ১:৯; ১করি ১৫:২৬,৫৪।
[১:১১] প্রেরিত ৯:১৫; ১তীম ২:৭।
[১:১২] মার্ক ৮:৩৮; ১তীম ৬:২০।
[১:১৩] তীত ১:৯; ১থিষ ১:৩।
[১:১৪] রোমীয় ৮:৯।
[১:১৫] প্রেরিত ২:৯।
[১:১৬] মার্ক ৮:৩৮।
[১:১৮] ইব ৬:১০।
[২:১] ১তীম ১:২; ইফি ৬:১০।
[২:২] ২তীম ১:১৩; ১তীম ৬:১২।
[২:৩] ২তীম ১:৮; ৪:৫; ১তীম ১:১৮।

১:৪ তোমার চোখের পানি স্মরণ করে। সম্ভবত পৌল যখন ইফিষ থেকে ম্যাসিডোনিয়ার উদ্দেশে রওয়ানা দেওয়ার জন্য বিদায় নেন, সে সময় তীমথি অত্যন্ত আবেগপ্রবণ হয়ে পড়েছিলেন; সে কথাই পৌল এখানে স্মরণ করছেন।

১:৬ আল্লাহ্‌র যে অনুগ্রহ-দান। তীমথিকে যে দানটি দেওয়া হয়েছিল তাকে তুলনা করা হয়েছে আগুনের সাথে, যার কাজ ছিল পাক-রূহের কাজকে আরও বেশি শক্তিশালী করে গড়ে তোলা।

১:১২ যা গচ্ছিত রেখেছি। অনেকের মতে পৌল এখানে তাঁর নিজ অনন্ত জীবনের কথা বোঝাতে চেয়েছেন, যা আল্লাহ্ তাঁকে দান করবেন।

১:১৩ নিরাময় শিক্ষা। প্রভু ঈসা মসীহ্ ও প্রেরিতদের কাছ থেকে প্রাথমিকভাবে যে মূল প্রত্যাদেশ পাওয়া গিয়েছিল এবং পৌল তীমথিকে যে শিক্ষাগুলো দিয়েছিলেন। ঈসায়ীদের কর্তব্য এই শিক্ষা প্রাণপণে ধরে রাখা এবং এর সাথে কোন ধরনের আপোষ না করা, যদিও এর জন্য তাদের জীবনে নেমে আসবে নানা দুঃখ-কষ্ট।

১:১৫ সকলে ... সরে পড়েছে। পৌলের জীবনের এই অধ্যায়টি ছিল সবচেয়ে দুঃখময়, কারণ এ সময় তিনি একদিকে যেমন রোমের কারাগারে বন্দী ছিলেন এবং সেখান থেকে তাঁর মুক্তি লাভের কোন প্রত্যাশা ছিল না, তেমনি অন্যদিকে যাদের কাছে সুসমাচার তবলিগ করার জন্য তিনি তাঁর সমস্ত জীবন অতিবাহিত করেছেন, তারা তাঁর কাছ থেকে দূরে সরে গেছে।

১:১৬ অনীষিফর। সম্ভবত তিনি ও তাঁর পরিবার ইফিষে বাস করতেন।

২:৩ ক্লেশভোগ স্বীকার কর। ঈসা মসীহের একজন বিশ্বস্ত গোলামকে অবশ্যই যুদ্ধরত সৈন্যের মত নানা ধরনের কষ্ট ও যন্ত্রণা সহ্য করে টিকে থাকতে হবে এবং সব সময় তাকে রূহানিক এই যুদ্ধে অটল থাকতে হবে।

৫ আবার কোন ব্যক্তি যদি মল্লযুদ্ধ করে, সে যদি
নিয়ম মত যুদ্ধ না করে তবে জয়ের মুকুটে
বিভূষিত হয় না। ৬ যে কৃষক পরিশ্রম করে,
তারই প্রথমে ফসলের ভাগ পাওয়া উচিত।
৭ আমি যা বলি, তা বিবেচনা কর; কারণ প্রভু
সমস্ত বিষয়ে তোমাকে বুদ্ধি দেবেন।
৮ স্মরণে রেখো, দাউদের বংশজাত ঈসা মসীহ্‌
মৃতদের মধ্য থেকে পুনরুত্থিত হয়েছেন– এটাই
আমার ইঞ্জিল। ৯ এই ইঞ্জিল তবলিগের জন্যই
দুঃখভোগ করছি, এমন কি, দুষ্কর্মকারীর মত
আমাকে শিকলে বাঁধা হয়েছে; কিন্তু আল্লাহ্‌র
কালাম তো শিকল দিয়ে বাঁধা হয় নি। ১০ এই
জন্য আমি মনোনীতদের জন্য সমস্ত কিছুই সহ্য
করি, যেন তারাও অনন্তকালীন মহিমার সঙ্গে
মসীহ্‌ ঈসাতে স্থিত নাজাত লাভ করে। ১১ এই
কথা বিশ্বাসযোগ্য যে,

আমরা যদি তাঁর সঙ্গে মত্যুবরণ করে থাকি,
তবে তাঁর সঙ্গে জীবিতও থাকব;
১২ যদি সহ্য করি, তাঁর সঙ্গে রাজত্বও করবো;
যদি তাঁকে অস্বীকার করি,
তবে তিনিও আমাদেরকে অস্বীকার
করবেন।
১৩ আমরা যদি অবিশ্বস্ত হই, তবুও তিনি বিশ্বস্ত
থাকেন;
কারণ তিনি নিজেকে অস্বীকার করতে
পারেন না।

যথার্থভাবে সত্যের কালাম ব্যবহার করা

১৪ এসব কথা সকলকে স্মরণ করিয়ে দাও,
প্রভুর সাক্ষাতে তাদের সাবধান কর, যেন
লোকেরা তর্ক-বিতর্ক এড়িয়ে চলে, কেননা তাতে
কোন ফল হয় না, বরং যারা শোনে তাদের
সর্বনাশ হয়। ১৫ তুমি আল্লাহ্‌র কাছে পরীক্ষাসিদ্ধ
লোক হিসেবে নিজেকে উপস্থিত করতে প্রাণপণ
চেষ্টা কর; এমন কার্যকারী হও, যার লজ্জা পাবার
কোন কারণ নেই, যে সত্যের কালাম যথার্থভাবে
ব্যবহার করতে জানে। ১৬ কিন্তু ভক্তিহীন অসার
কথাবার্তা থেকে দূরে থাক; কেননা সেই সমস্ত
কথাবার্তা লোকদেরকে ভক্তি লঙ্ঘনে বেশি
অগ্রসর করে তোলে; ১৭ এবং তাদের কথাবার্তা
দুষ্ট ক্ষতের মত ছড়িয়ে পড়বে। এদের মধ্যে
আছে হুমিনায় ও ফিলীত। ১৮ এরা সত্যের
সম্বন্ধে লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়েছে, বলছে, পুনরুত্থান
ইতোমধ্যেই হয়ে গেছে এবং কারো কারো ঈমান
উল্টে ফেলছে। ১৯ তবুও আল্লাহ্‌-স্থাপিত দৃঢ়
ভিত্তিমূল স্থির রয়েছে, তার উপরে এই কথা
সীলমোহর করা হয়েছে, "প্রভু জানেন, কারা
তাঁর লোক" এবং "যে কেউ প্রভুকে ডাকে, সে
অধার্মিকতা থেকে দূরে থাকুক।" ২০ কিন্তু কোন
বড় বাড়িতে কেবল সোনার ও রূপার পাত্র নয়,
কাঠের ও মাটির পাত্রও থাকে; তার কতগুলো
সমাদরের, কতগুলো অনাদরের পাত্র।
২১ অতএব যদি কেউ নিজেকে ঐসব মন্দতা
থেকে পাক-পবিত্র রাখে, তবে সে এমন পাত্রের
মত যা সমাদরের, উৎসর্গীকৃত, মালিকের
কাজের উপযোগী এবং সমস্ত সৎকর্মের জন্য
প্রস্তুত হবে। ২২ কিন্তু তুমি যৌবনকালের
অভিলাষ থেকে পালিয়ে যাও; এবং যারা পবিত্র
অন্তরে প্রভুকে ডাকে তাদের সঙ্গে ধার্মিকতা,
ঈমান, মহব্বত ও শান্তির জন্য কঠোরভাবে চেষ্টা
কর। ২৩ কিন্তু মূঢ় ও অজ্ঞান তর্ক-বিতর্ক থেকে
দূরে থাক; তুমি তো জান এসব শেষ পর্যন্ত ঝগড়া
-বিবাদের সৃষ্টি করে। ২৪ আর ঝগড়া-বিবাদ করা
প্রভুর গোলামের উপযুক্ত নয়; কিন্তু তাকে হতে
হবে সকলের প্রতি কোমল, শিক্ষাদানে নিপুণ,
সহনশীল; ২৫ এবং কোমলভাবে বিরোধীদেরকে
শাসন করা তার উচিত। হয় তো আল্লাহ্‌
তাদেরকে মন পরিবর্তনের সুযোগ দান করবেন
যেন তারা সত্যের তত্ত্বজ্ঞান লাভ করে, ২৬ যেন
ইবলিসের ফাঁদ থেকে পালিয়ে আসতে পারে,
কারণ ইবলিস তার ইচ্ছা পালন করার জন্য
তাদের বন্দী করে রেখেছে।

শেষ কালের বিষয়

৩ ১ কিন্তু এই কথা জেনো যে, শেষ কালে
ভীষণ সময় উপস্থিত হবে। ২ কেননা

[২:৫] ১করি ৯:২৫।
[২:৬] ১করি ৯:১০।
[২:৮] মথি ১:১; রোমীয় ২:১৬; ১৬:২৫।
[২:৯] ইব ৪:১২।
[২:১০] কল ১:২৪; তীত ১:১।
[২:১১] ১তীম ১:১৫; রোমীয় ৬:২-১১।
[২:১২] মথি ১০:৩৩।
[২:১৩] রোমীয় ৩:৩; ১করি ১:৯।
[২:১৪] ১তীম ১:৪; ৬:৪; তীত ৩:৯।
[২:১৫] ইফি ১:১৩; কল ১:৫; ইয়াকুব ১:১৮।
[২:১৬] তীত ৩:৯; ১তীম ৬:২০।
[২:১৭] ১তীম ১:২০।
[২:১৮] ২থিষ ২:২।
[২:১৯] ইশা ২৮:১৬; হিজ ৩৩:১২; শুমারী ১৬:৫; ইউ ১০:১৪; ১করি ৮:৩; গালা ৪:৯; ১করি ১; ২।
[২:২০] রোমীয় ৯:২১।
[২:২১] ২করি ৯:৮; ইফি ২:১০; ২তীম ৩:১৭।
[২:২২] ১তীম ১:১৪; ৬:১১; ১:৫; প্রেরিত ২:২১।
[২:২৪] ১তীম ৩:২,৩।
[২:২৫] ১তীম ২:৪।
[২:২৬] ১তীম ৩:৭।
[৩:১] ১তীম ৪:১; ২পিতর ৩:৩।

২:৬ ফসলের ভাগ। এখানে অর্থের কথা বলা হয় নি; বরং সুসমাচার তবলিগের মধ্য দিয়ে নাজাতের যে সুফল মণ্ডলী লাভ করে, সেই ফল তথা পরিবর্তিত জীবনের কথা বলা হয়েছে।

২:১০ মনোনীতদের জন্য ... সহ্য করি। আল্লাহ্‌র মনোনীত লোকেরা যদি প্রেরিতদের তবলিগ ও পরিচর্যার কারণে নাজাত পায়, তাহলে প্রেরিতদের যত যন্ত্রণা ও দুঃখ-কষ্টই হোক না কেন, তা তাঁরা ভুলে যান ও আনন্দে পরিপূর্ণ হন।

২:১২ যদি সহ্য করি। গ্রীক ভাষায় এর জন্য *হিউপোমেনো* শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে। এর অর্থ ধৈর্য ধরা বা টিকে থাকা। যারা শেষ পর্যন্ত ঈমানে স্থির থাকে ও ধৈর্য ধরে টিকে থাকে, তারাই প্রকৃত অর্থে নাজাত পাবে এবং মসীহের সাথে অনন্তকালীন রাজত্বের অংশীদার হবে।

২:১৩ তিনি বিশ্বস্ত থাকেন। আমরা হয়তোবা প্রভুর প্রতি আমাদের কাজ বা কথা দিয়ে অবিশ্বস্ততা প্রকাশ করতে পারি; কিন্তু প্রভু কখনোই আমাদের প্রতি অবিশ্বস্ত হন না। তিনি আমাদের প্রতি যত ওয়াদা করেছেন তার সবই পূরণ করছেন এবং করবেন।

২:১৯ আল্লাহ্‌-স্থাপিত দৃঢ় ভিত্তিমূল। প্রকৃত ও সত্য মণ্ডলী। যদিও অনেকে আল্লাহ্‌র কালামের সত্য থেকে সরে যাবে এবং অনেক ভ্রান্ত শিক্ষক মণ্ডলীতে প্রবেশ করবে ও ভ্রান্ত মতবাদ ছড়িয়ে এই সত্যকে কলুষিত করার চেষ্টা করবে, তবুও এই দৃঢ় ভিত্তিমূল অর্থাৎ মণ্ডলী কখনোই ধ্বংস হবে না।

৩:১ শেষ কাল; ঈসায়ী যুগ, যার সূচনা হয়েছে ঈসা মসীহের প্রথম আগমনের সঙ্গে সঙ্গে এবং এর শেষ হবে প্রভুর দ্বিতীয় আগমন ঘটার পর।

৩:২-৪ মানুষেরা আত্মপ্রিয় ... বিলাসপ্রিয় হবে। পৌল এখানে

মানুষেরা আত্মপ্রিয়, অর্থপ্রিয়, অহংকারী, গর্বিত,
ধর্মনিন্দুক, পিতা-মাতার অবাধ্য, অকৃতজ্ঞ,
নাপাক, ৩ নির্মম, ক্ষমাহীন, অপবাদক, উচ্ছৃঙ্খল,
নিষ্ঠুর, মঙ্গলের দুশমন, ৪ বিশ্বাসঘাতক,
দুঃসাহসী, গর্বে স্ফীত এবং আল্লাহ্‌প্রিয় নয়, বরং
বিলাসপ্রিয় হবে। ৫ লোকেরা ভক্তির অবয়বধারী
হবে, কিন্তু তার শক্তিকে অস্বীকার করবে; তুমি
এরকম লোকদের কাছ থেকে দূরে থেকো।
৬ এদেরই মধ্যে এমন লোক আছে, যারা
ছলনাপূর্বক বাড়িতে বাড়িতে প্রবেশ করে গুনাহে
ভারাক্রান্ত ও নানা রকম অভিলাষে চালিত
স্ত্রীলোকদের বন্দী করে ফেলে। ৭ তারা সব সময়
সবকিছু শিখতে আগ্রহী বটে, তবুও সত্যের
তত্ত্বজ্ঞান পর্যন্ত পৌঁছাতে পারে না। ৮ আর যান্নি
ও যাম্ব্রি যেমন মূসার বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছিল, তেমনি
এরা সত্যের বিরুদ্ধে দাঁড়ায়। এই লোকদের
বিবেক নষ্ট হয়ে গেছে এবং তারা তাদের
ঈমানের প্রমাণ দিতে অপারগ। ৯ কিন্তু এরা আর
অগ্রসর হতে পারবে না; কারণ যেমন ওদেরও
হয়েছিল, তেমনি এদের মূর্খতা সকলের কাছে
স্পষ্ট হয়ে উঠবে।

হযরত তীমথিয়ের প্রতি নির্দেশ

১০ কিন্তু তুমি আমার শিক্ষা, আচার ব্যবহার,
সঙ্কল্প, ঈমান, ধৈর্য, মহব্বত, স্থিরতা ভাল করেই
লক্ষ্য করেছ। ১১ এছাড়া, এণ্টিয়কে, ইকনিয়ে,
লুস্ত্রায় আমার প্রতি যে সমস্ত নির্যাতন ও
দুঃখভোগ ঘটেছে তাও তুমি লক্ষ্য করেছ; কত
নির্যাতন আমি সহ্য করেছি! আর সেসব থেকে
প্রভু আমাকে উদ্ধার করেছেন। ১২ আর যত লোক
ভক্তিভাবে মসীহ্‌ ঈসাতে জীবন-যাপন করতে
ইচ্ছা করে তাদের সকলের প্রতি নির্যাতন
আসবে। ১৩ কিন্তু দুষ্ট লোকেরা ও প্রবঞ্চকেরা
পরের ভ্রান্তি জন্মিয়ে ও নিজেরা ভ্রান্ত হয়ে কুপথ
থেকে অধিকতর কুপথে অগ্রসর হবে। ১৪ কিন্তু

[৩:২] ১তীম ৩:৩; রোমীয় ১:৩০; ২পিতর ২:১০-১২।
[৩:৪] জবুর ২৫:৩; ১তীম ৩:৬; ৬:৪।
[৩:৫] ১তীম ২:২; রোমীয় ১৬:১৭।
[৩:৬] এহুদা ৪।
[৩:৭] ১তীম ২:৪।
[৩:৮] প্রেরিত ১৩:৮; ১তীম ৬:৫।
[৩:৯] হিজ ৭:১২; ৮:১৮; ৯:১১।
[৩:১০] ১তীম ৪:৬।
[৩:১১] রোমীয় ১৫:৩১; জবুর ৩৪:১৯।
[৩:১২] ইউ ১৫:২০; প্রেরিত ১৪:২২।
[৩:১৩] ২তীম ২:১৬; মার্ক ১৩:৫।
[৩:১৪] তীম ১:১৩।
[৩:১৫] দ্বি:বি: ৪:৬; জবুর ১১৯:৯৮,৯৯।
[৩:১৬] রোমীয় ৪:২৩,২৪; দ্বি:বি: ২৯:২৯।
[৩:১৭] ১তীম ৬:১১; ২তীম ২:২১।
[৪:১] ১তীম ৬:১৪; ৫:২১; ৬:১৩।
[৪:২] গালা ৬:৬; তীত ১:১৩; ২:১৫।
[৪:৩] ইশা ৩০:১০।
[৪:৪] ১তীম ১:৪।
[৪:৫] প্রেরিত ২১:৮; ইফি ৪:১১।
[৪:৬] শুমারী ১৫:১-১২; ২৮:৭,২৪।
[৪:৭] ১তীম ১:১৮; ১করি ৯:২৪।

তুমি যা যা শিখেছ ও নিশ্চিতভাবে বিশ্বাস করেছ
তাতে স্থির থাক; তুমি তো জান কাদের কাছ
থেকে তুমি শিখেছ। ১৫ এছাড়া, তুমি শিশুকাল
থেকে পাক-কিতাবগুলোর সঙ্গে পরিচিত; এই
কিতাবগুলোই তোমাকে মসীহ্‌ ঈসা সম্বন্ধীয়
ঈমান দ্বারা নাজাতের জন্য জ্ঞানবান করতে
পারে। ১৬ সমগ্র পাক-কিতাব আল্লাহ্‌র নিঃশ্বসিত
এবং তা শিক্ষার, অনুযোগের, সংশোধনের,
ধার্মিকতা সম্বন্ধীয় শাসনের জন্য উপকারী,
১৭ যেন আল্লাহ্‌র লোক পরিপক্ক, সমস্ত সৎকর্মের
জন্য সুসজ্জীভূত হয়।

বন্দী হযরত পৌলের শেষ কথা

৪ ১ আমি আল্লাহ্‌র সাক্ষাতে এবং যিনি
জীবিত ও মৃতদের বিচার করবেন সেই
মসীহ্‌ ঈসার সাক্ষাতে, তাঁর ফিরে আসা ও তাঁর
রাজ্যের দোহাই দিয়ে তোমাকে এই দৃঢ় হুকুম
দিচ্ছি– ২ তুমি কালাম তবলিগ কর, সময়ে হোক
বা অসময়ে হোক কাজে নিয়োজিত থাক, সম্পূর্ণ
ধৈর্য সহকারে শিক্ষাদান-পূর্বক অনুযোগ কর,
ভর্ৎসনা কর, চেতনা দাও। ৩ কেননা এমন সময়
আসবে, যে সময় লোকেরা নিরাময় শিক্ষা সহ্য
করবে না, কিন্তু নতুন কিছু শুনবার জন্য কান
চুলকাবে আর নিজ নিজ অভিলাষ অনুসারে
নিজেদের জন্য অনেক শিক্ষক জোগাড় করবে।
৪ তারা সত্য থেকে কান ফিরিয়ে রূপকথা
শুনবার দিকে মনোযোগ দেবে। ৫ কিন্তু তুমি
সমস্ত বিষয়ে মিতাচারী হও, দুঃখভোগ স্বীকার
কর, সুসমাচার-তবলিগের কাজ কর, তোমার
পরিচর্যা কাজ সম্পন্ন কর।
৬ কেননা এখন আমাকে ঢালন-কোরবানীর মত
ঢেলে দেওয়া হচ্ছে এবং আমার প্রস্থানের সময়
উপস্থিত হয়েছে। ৭ আমি উত্তম যুদ্ধে প্রাণপণ
করেছি, নিরূপিত পথের শেষ পর্যন্ত দৌড়েছি,
ঈমান রক্ষা করেছি। ৮ এখন থেকে আমার জন্য

এমন কিছু গুনাহ্‌র কথা উল্লেখ করছেন যার প্রতিটিই আত্মকেন্দ্রিকতা, স্বার্থপরতা ও অপরের প্রতি ভালবাসাহীনতার পরিচয় দেয়। শেষ কালে ঈসায়ীদের জীবন নৈতিক অবক্ষয় ও মন্দতার দ্বারা দারুনভাবে আক্রান্ত হবে, যা থেকে মুক্ত থাকাটাই তাদের জন্য সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়াবে।

৩:৮ যান্নি ও যাম্ব্রি। পুরাতন নিয়মে এদের উল্লেখ পাওয়া যায় না। তবে টারগুম অর্থাৎ সামেরীয় তৌরাত শরীফের হিজরত ৭ অধ্যায় অনুসারে এই দু'জন ছিল ছিল মিসরের ফেরাউনের রাজপ্রাসাদের যাদুকর, যারা মূসার বিরোধিতা করেছিল।

৩:১২ যত লোক ভক্তিভাবে ... তাড়না ঘটবে। যা ভক্তি সহকারে ঈসা মসীহ্‌তে জীবন ধারণ করতে চায়, তাদের প্রতি কোন না কোনভাবে তাড়না ঘটবে। তাই মসীহের প্রতি ও তাঁর ধার্মিকতার প্রতি আনুগত্য হচ্ছে আমাদের ঈমানের সাথে কোন ধরনের আপোষ না করা এবং দুনিয়ার কোন প্রলোভনে সাড়া না দেওয়া, যা আমাদেরকে এই তাড়না থেকে রক্ষা করে কিন্তু মসীহী সুখ-শান্তি ও অনন্ত জীবন দান করে।

৩:১৫ শিশুকাল থেকে ... পরিচিত। একজন ইহুদী বালককে পাঁচ বছর বয়স থেকেই আনুষ্ঠানিকভাবে পুরাতন নিয়ম শিক্ষা দেওয়া শুরু হত।

৩:১৬ আল্লাহ্‌র নিশ্বসিত। প্রথমত পুরাতন নিয়মকে বোঝানো হচ্ছে, যেহেতু নতুন নিয়ম বা ইঞ্জিল শরীফ তখনও কিতাব আকারে প্রকাশিত হয় নি। তবুও সমগ্র কিতাবুল মোকাদ্দস রচনার ক্ষেত্রে আল্লাহ্‌ তাঁর সক্রিয় অংশগ্রহণের মধ্য দিয়ে তা করে তুলেছেন বিশুদ্ধ, পবিত্র ও কর্তৃত্বব্যঞ্জক কালাম।

৪:৪ সত্য। আল্লাহ্‌র কালাম, যা আমাদের ঈমান ও আচরণের মূল ভিত্তি। অন্য আর কোন কিছুই আমাদের জন্য পরিচালনা ও নির্দেশনার উপকরণ হতে পারে না।

৪:৬ পেয় উৎসর্গ। উৎসর্গ হিসেবে আঙ্গুর-রস কোরবানগাহ্‌র চারপাশে ঢেলে দেওয়া হত। পৌল তাঁর আসন্ন মৃত্যুকে ঈসা মসীহের উদ্দেশে তাঁর জীবন উৎসর্গ করা হিসেবে দেখছেন।

৪:৭ নিরূপিত পথের শেষ পর্যন্ত দৌড়েছি। এই আয়াতে পৌল একজন প্রেরিত হিসেবে তাঁর বিগত ত্রিশ বছরের (৩৬-৬৬

ধার্মিকতার মুকুট তোলা রয়েছে যা প্রভু, সেই
ধর্মময় বিচারকর্তা, সেদিন আমাকে দেবেন।
কেবল আমাকে নয়, বরং যত লোক তাঁর ফিরে
আসার জন্য ব্যাকুলভাবে আকাঙ্খা করছে তাদের
সকলকেও দেবেন।

ব্যক্তিগত নির্দেশনা

৯ তুমি শীঘ্র আমার কাছে আসতে চেষ্টা কর;
১০ কেননা দীমা এই বর্তমান যুগ ভালবাসাতে
আমাকে ত্যাগ করেছে এবং থিষলনীকীতে গেছে;
ক্রীস্কেন্ত গালাতিয়াতে, তীত দাল্‌মাতিয়াতে
গেছেন। ১১ একা লূক মাত্র আমার সঙ্গে আছেন।
তুমি মার্ককে সঙ্গে করে নিয়ে এসো, কেননা
আমার পরিচর্যা কাজে তিনি বড় উপকারী।
১২ আর তুখিককে আমি ইফিষে পাঠিয়েছি।
১৩ ত্রোয়াতে কার্পের কাছে যে শালটি রেখে
এসেছি, তুমি আসার সময়ে সেটি এবং
কিতাবগুলো, বিশেষত গুটিয়ে-রাখা কিতাব কয়টি
সঙ্গে করে এনো। ১৪ যে আলেকজান্ডার কাঁসার
কাজ করে সে আমার বিস্তর অপকার করেছে;
প্রভু তার কাজের সমুচিত প্রতিফল তাকে
দেবেন। ১৫ তুমিও সেই ব্যক্তি থেকে সাবধান
থেকো, কেননা সে আমাদের তবলিগ কাজের
বিরুদ্ধে কোমর বেঁধে লেগেছিল।

[৪:৮] কল ১:৫।
[৪:৯] তীত ৩:১২।
[৪:১০] কল ৪:১৪; ফিলী ২৪; ১ইউ ২:১৫।
[৪:১১] কল ৪:১৪; ফিলী ২৪; ২তীম ১:১৫।
[৪:১২] প্রেরিত ২০:৪; ১৮:১৯।
[৪:১৩] প্রেরিত ১৬:৮।
[৪:১৪] জবুর ২৮:৪; রোমীয় ২:৬; ১২:১৯।
[৪:১৬] প্রেরিত ৭:৬০।
[৪:১৭] জবুর ২২:২১; দানি ৬:২২; ১করি ১৫:৩২।
[৪:১৮] জবুর ১২১:৭।
[৪:১৯] ২তীম ১:১৬।
[৪:২০] প্রেরিত ১৯:২২।
[৪:২১] তীত ৩:১২।
[৪:২২] কল ৪:১৮।

১৬ আমার প্রথমবার আত্মপক্ষ সমর্থন কালে কেউ
আমার পক্ষে উপস্থিত হয় নি। সকলে আমাকে
পরিত্যাগ করে চলে গেছে; তা যেন তাদের
বিরুদ্ধে গণনা করা না হয়। ১৭ কিন্তু প্রভু আমার
পাশে দাঁড়ালেন এবং আমাকে বলবান করলেন
এবং এর ফলে আমার মধ্য দিয়ে তবলিগ কাজ
সুসম্পন্ন হয়েছিল এবং অ-ইহুদী সবাই তা
শুনতে পেয়েছিল। আর আমি সিংহের মুখ থেকে
রক্ষা পেলাম। ১৮ প্রভু আমাকে সমস্ত মন্দ কাজ
থেকে রক্ষা করবেন এবং তাঁর বেহেশতী রাজ্যে
উত্তীর্ণ করবেন। যুগপর্যায়ের যুগে যুগে তাঁর
মহিমা হোক। আমিন।

শেষ কথা ও দোয়া

১৯ প্রিস্কাকে ও আক্কিলাকে এবং অনীষিফরের
পরিবারকে সালাম জানাও। ২০ ইরাস্ত করিন্থে
রয়েছেন এবং ত্রফিম অসুস্থ হওয়াতে আমি
তাঁকে মিলেটাস বন্দরে রেখে এসেছি। ২১ তুমি
শীতকালের আগে আসতে চেষ্টা করো। উবুল,
পুদেন্ত, লীন, ক্লৌদিয়া এবং সকল ভাইয়েরা
তোমাকে সালাম জানাচ্ছেন।
২২ প্রভু তোমার রূহের সহবর্তী হোন। রহমত
তোমাদের সহবর্তী হোক।

খ্রীষ্টাব্দ) পরিশ্রম পর্যালোচনা করেছেন। তিনি নিজেকে একজন ক্রীড়াবিদ হিসেবে দেখেছেন, যিনি সাফল্যের সাথে প্রতিযোগিতা করেছেন বা সুসমাচার তবলিগের জন্য প্রাণপণ করেছেন, তাঁর কাঙ্খিত লক্ষ্য অর্জন করেছেন এবং ঈসায়ী ঈমানের প্রতিটি নিয়ম-কানুন ও শিক্ষা সযত্নে পালন করেছেন।

৪:৮ ধার্মিকতার মুকুট। যেহেতু পৌল প্রভুর প্রতি ও যে সুসমাচার তাঁর কাছে গচ্ছিত রাখা হয়েছিল তার প্রতি বিশ্বস্ত ছিলেন, সে কারণে এখন পাক-রূহ্ তাঁকে এই আশ্বাস দিচ্ছেন যে, তাঁর জন্য ধার্মিকতার মুকুট অপেক্ষা করছে। পাক-রূহের এই প্রতিজ্ঞা অনুসারেই যত ঈমানদার তাদের ঈমান রক্ষা করেছেন, তারা সকলেই এই ধার্মিকতার মুকুট লাভ করবেন।

৪:১৭ প্রভু আমার পাশে দাঁড়ালেন। যেহেতু সে সময় রোমে ঈসায়ীদের উপরে ভয়াবহ অত্যাচার ও নির্যাতন চলছিল, সে কারণে সম্ভবত লোকেরা নিজেদেরকে ঈসায়ী হিসেবে পরিচয় দিতে চাইতো না এবং তারা পৌলের সাথে সমস্ত সংযোগ ছিন্ন করেছিল। এই একাকী ও হতাশাগ্রস্ত সময়ে প্রভু নিজে পৌলের পাশে এসে দাঁড়িয়ে তাঁকে সান্ত্বনা দিয়েছিলেন।

৪:১৮ প্রভু আমাকে ... রক্ষা করবেন। যেহেতু পৌল তাঁর আসন্ন মৃত্যুর ব্যাপারে জানতেন, কাজেই এখানে তিনি নিজেকে দৈহিকভাবে নয়, বরং রূহানিকভাবে রক্ষা করার জন্য প্রভুর প্রতি আশাবাদ ব্যক্ত করছেন।

৪:২৮ মিলেটাস। ইফিষ নগরী থেকে প্রায় ৫০ মাইল দক্ষিণে অবস্থিত এশিয়া মাইনরের একটি সমুদ্র বন্দর।

৪:২১ লীন। প্রচলিত ধারণা মতে তিনি প্রেরিত পিতর ও পৌলের মৃত্যুর পর রোম মণ্ডলীর প্রধান প্রেরিত বা বিশপ হয়েছিলেন।

BACIB International Bible CHURCH